

E-mail Address

Banganur-
banganur@gmail.com
All India Sunnat
Al Jamayat-
ais.jamayat@gmail.com
Madrasah Board-
board.pme@gmail.com

বঙ্গবন্ধু

১৩। জাতীয় চরিত্র উন্নত না
হলে সে জাতির পতন
অনিবার্য। কারণ, নেতারা
জাতির প্রতীকপে পরিচিত হন।
— আল্লামা হিদি।

অল ইন্ডিয়া সুন্নাহ অল
জামায়াত কর্তৃক প্রচারিত

ব্রহ্মদেশ বর্ষ * ১৬তম সংখ্যা * অগ্রহায়ণ ১৬-২৯, ১৪২১, * ডিসেম্বর ০৩-১৬, ২০১৪ * সফর ১০-২৩, ১৪৩৬ * অনুদান-৩ টাকা

মুসলিম বিশ্বের সেরা সুন্দরী তিউনিশিয়ার ফাতমা

বঙ্গবন্ধু- মুসলিম বিশ্বের
নারীদের সুন্দরী প্রতিযোগিতায় এ বছর
সেরা সুন্দরীরা মুকুট ভূষ করেছেন
তিউনিশিয়ার ফাতমা বেন গুরেলম। গত
২১ নভেম্বর ইন্দোনেশিয়ার ১৮ জন
প্রতিযোগীর মধ্যে থেকে ‘গুয়াংগু মুসলিম-
২০১৪’ বিজয়
মুকুট জিতে
ফাতমা। নাম
মোহাম্মদ পরই
কেদে ফেলেন ২৫
বছর বয়সী এই
কম্পিউটার
বিজ্ঞানী। মাথায়
বিজয়ীরা মুকুট
পরান পর ফাতমা
বলেন, ‘পরম
করুন। ম. ব.
অ. স. হ. ব.



মুসলিম বিশ্বের সেরা সুন্দরী তিউনিশিয়ার ফাতমা বেন গুরেলকে
সহায়তায় আমি এ পর্যন্ত আসতে পেরেছি।
আমার চাওয়া ছিল তিউনিশিয়ার স্বাধীনতা। দয়া
করে ফিলিস্তিনকে স্বাধীন করুন এবং
সিরিয়ার জনগণকে মুক্ত করুন।’ ফাতমার
প্রবন্ধের মধ্যে একটি সোনার ঘড়ি,
সোনার দিলার ও মক্কা শরীফের ছোট একটি
প্রতিকৃতিও রয়েছে। ইন্দোনেশিয়ার জাভা
দ্বীপে প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্যায়ে
হয়। নিয়ম অনুযায়ী, হিজাবে মাথা ঢেকে
এবং শরীর ঢাকা পোশাক পরে
প্রতিযোগিতায় অংশ নেন প্রতিযোগীরা।
বিজয়ীরা শুধুমাত্র প্রতিযোগিতার শৈল্পিক
শৈলীর দিকে তাকান বিচার করেন না। বরং
তারা কতটা শুদ্ধভাবে কোরআন পাঠ
করতে পারেন এবং আধুনিক জীবনে
ইসলাম সম্পর্কে প্রতিযোগীদের মতামতের
ভিত্তিতে তাদের মূল্যায়ন করা হয়।
বাংলাদেশের তারাবান তাসলিম সেরা ১৮
জনের মধ্যে ছিলেন। পেশায় তিনি একজন

চিকিৎসক। মূলতঃ ‘মিস ওয়াশ’
প্রতিযোগিতায় নারীদের সৌন্দর্যবোধকে
বা স্নর পোশাকে উপস্থাপনের বিরুদ্ধে
শাস্তিপূর্ণ প্রতিবাদের অংশ হিসাবে ‘গুয়াংগু
মুসলিম অ্যাওয়ার্ড’-এর খাতা শুরু হয়।
প্রতিযোগিতাটি ২০১৩ সালে প্রথম বিশ্বের
নজরে আসে।
সেবার ‘মিস
ও. ব.। স. হ. ব.’
প্রতিযোগিতার
শাস্তি পূর্ণ
প্রতিবাদস্বরূপ
বালি দ্বীপে প্রায়
একই সময়ে
‘ও. ব.। স. হ. ব.’
মু. স. লি. ম.।
প্রতিযোগিতার
আয়োজন
করেছিলেন।
ওই বছর মুসলিম বিশ্বের সেরা সুন্দরী হন
নাইজেরিয়ার আরোশা আদিয়েলো।

দাঙ্গাগুরু এখন ধর্মগুরু: মোদীকে মমতা

বিপিআর- মুখ্যমন্ত্রী মমতা
বন্দোপাধ্যায় ২৪ নভেম্বর সোমবার নাম
উদ্বোধন না করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর
তীর্থ সমালোচনা করেছেন। ও দাঙ্গাগুরু,
ওর হাতে রক্ত লেগে আছে, এমনকি তার
বিশেষ সফরগুলোতে কত টাকা খরচ
হয়েছে, কে সেই টাকা দিল, এ সব প্রশ্নও
ছুড়ে দেন তিনি। পাশাপাশি, বিজেপি এবং
সিপিআইকেও আক্রমণ করেছেন।

এদিন বিকেল ৩টার দিকে
কেলকাতার কলেজ স্টোর থেকে শুরু
হয় ভূপমূল কংগ্রেসের মিছিল। দলনেত্রী
মমতা বন্দোপাধ্যায় নিজে সেই মিছিলে
হাটেন। মিছিল ধর্মতলায় পৌঁছানোর পর
কম্বী-সমর্থকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন
তিনি।

প্রসঙ্গত, সারদা-কাণ্ডে সিপিআইকে
রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার
অভিযোগ তুলে এদিনের মিছিলের ডাক
দেয়া হয়েছিল। মমতা বলেন, ‘আমাদের
এখানে একজন সেলফি দাঙ্গাগুরু
রয়েছেন। দাঙ্গাগুরু এখন আমার ধর্মগুরু
হয়েছেন। গুজরাটে দাঙ্গা বাধিয়েছেন। মনে



কলকাতা থেকে নেওয়া একটি ভূপমূল কংগ্রেসের মিছিলের দৃশ্য। মমতা বন্দোপাধ্যায়

রাগবেন, বাংলার মাটিতে এ সব করতে
পারবেন না। এই সরকার কমতার আসার
পর সব জায়গায় দাঙ্গা হচ্ছে। উত্তরপ্রদেশ,
মহারাষ্ট্র, এমনকি দিল্লীতেও।

মমতা বলেন, ‘আমারা চাই সব
কারো টাকা ফেরত আসুক। প্রধানমন্ত্রী যে
বিশেষ মান, সেই ব্যাপারে বিশ্বাসিত বরফ
জানতে চাই। কারা এই টাকা দিচ্ছে?
আমেরিকায় গিয়ে এত বড় করে সভা
করলেন, কে ছিল সবচ? কেন্দ্রীয় সরকার
ও সিপিআইকে চালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে তিনি
বলেছেন, ‘সারা জীবন আমি মানুষের পাশে
থেকে বেড়েছি। আর লাড়বও। আমাদের
নিরবতাকে দুর্বলতা ভাববেন না। আমি
জানি, ভূপমূলকে হারাতে আছে-হাতুড়ি,
হাত আর পঞ্চা এক হয়ে গেছে। পারলেন
না। কেন্দ্রের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে
আমি জনসাধারণকে বালা থেকে দিল্লী
নিয়ে যাব। এখন কেন্দ্রীয় সরকার মানুষের
কণা ভাবে না। আমি কেন্দ্রীয় সরকারকে
চালেঞ্জ করছি, ‘সাহস থাকলে আমার
গ্রেফতার করুন।’

তার দাবি, আগের এনডিএ সরকার
ও বামফ্রন্টের আমলে চিটকাড বন্ধ
নিয়েছে। বরং ভূপমূল সরকার চিটকাডের
মালিকদের গ্রেফতার করেছে।
বর্ধমান বিধেয়ানের দায়ও তিনি

কেন্দ্রের ওপর চাপিয়ে দেন। বলেন,
বিসএসএফ, এসএসপি ইত্যাদি
নিরাপত্তাবাহিনী সীমাহীন পাহারা দেয়। এরা
কে কেন্দ্রের অধীন। তা হলে ছদ্মরা এ দেশে
কি করে ঢুকল? এর দায় কেন্দ্রীয়
সরকারকে নিতে হবে বলে তিনি মন্তব্য
করেন।

গুরু রামপালের আশ্রমে
যা পাওয়া গেল

হিংসা, সম্ভ্রাস ও সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী মহামিছিল

বিপিআর- গত ২০ নভেম্বর
পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন মুসলিম গণ
সংগঠনের বৌদ আহ্বানে কলকাতা
আলিগা মাছাসা থেকে ধর্মতলা
মেট্রোচ্যানেল পর্যন্ত মহামিছিলের
আয়োজন করা হয়। এই মহামিছিলে অল
ইন্ডিয়া সুন্নাহ অল জামায়াতের সম্পাদক
আব্দুল মাতিন, সারা বাংলা সংখ্যালঘু যুব

বিভাগ ভাবে মিডিয়াপ্রেস দিয়ে ইসলাম তথা
মুসলিম সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ভাবে
অগ্রপচার চলিয়ে একটি সাম্প্রদায়িক হওয়া
প্রতিপাদ করার চেষ্টা করছে। তিনি আরো
বলেন, রাজ্যের কোন মাছাসাতে যদি জরি
প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এমন কোন প্রমাণ
সেখানে পাবেন আমরা দাবি দিয়ে বলছি
সেই মাছাসা বন্ধ করে দেওয়া দাবি



ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক মাওঃ
কামরুজ্জামান, বঙ্গীয় ইমাম পরিষদের
সম্পাদক মাওঃ রইসুদ্দিন প্রকায়িত,
মাগুরীদি বাঙ্গাল আঞ্জমানে অয়েজিনের
সভাপতি মাওঃ মনিরুজ্জামান, সংখ্যালঘু
কাউন্সিলের সভাপতি ইফতিকার হোসেন,
সহ বিভিন্ন মুসলিম সংগঠনের নেতা
কম্বীরা উপস্থিত হন।

আমাদের। পশ্চিমবঙ্গের বেসরকারী
মাছাসা খুলোয় সিপিআই, এনআইএ
সকলকে সঠিক এবং নিরপেক্ষভাবে তদন্ত
করার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।
মিডিয়ায় উদ্দেশ্যে বলেন, এনআইএ তদন্ত
চল্য কলীন কেন আগপাড়িয়ে নেতাবাদক
সংবাদ পরিবেশন করার অধিকার
আপনাদের নেই। কারণ এনআইএ তদন্ত
করার পর যেটি প্রকাশ হলে সেটি আপনারা

মাওঃ আব্দুল মাতিন বলেন,
পশ্চিমবঙ্গের একটি রাজনৈতিক দল

এর পর পাঁচের পাঠ্য

পোস্টার
ফিলিস্তিনের হত্যা
কর খোদা রক্ষা,
শোনো বলি মুসলমান
ইসরাইলি পল্য কর বর্জন।
এই অবৈধ রাষ্ট্র
করে মোদের ধ্বংস,
মদদ দেয় আমেরিকা
তার কত অহমিকা।
তবে সবে মিলে মিশে
যোগান দিত রঙ,
বিশ্বের মানচিত্র থেকে
এ রাষ্ট্র মুছে ছাও।
—মাকিবুর ইসলাম

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি
অল ইন্ডিয়া সুন্নাহ অল জামায়াতের
সদস্যদের উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে জানানো
যাচ্ছে যে, যাদের আই-কার্ডের জালিভিত্তি
শেষ হয়ে গেছে তাদের কার্ড রিনিউ করা
হচ্ছে। কার্ড রিনিউ করতে বঙ্গবন্ধুর ৮
নং পুস্তির রিনিউমাল ফর্মটি জেরন কর
ইংলজি বড় হাতের অক্ষরে ফিলিপ করুন
এবং সঙ্গে ভিনকপি পাসপোর্ট সাইজের
ফটো ও ২৫ টপ্পা অল ইন্ডিয়া সুন্নাহ অল
জামায়াতের অফিসে জমা দিন। (সঙ্গে
বকেয়া সদস্য চাঁদা পরিশোধ করা
বাধ্যতামূলক)।
বিনীত— অফিস সেক্রেটারী
ফোন নং- ৮৬৪১৮৫৬৩৩১
দ্রুত যোগাযোগ করুন।

আপনার সন্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যত গড়ার ঠিকানা

বঙ্গবন্ধু ইসলামি অ্যাকাডেমি

(কে.জি স্কুল)

নার্শারী থেকে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত

ভর্তি নেওয়া হবে নার্সারী থেকে দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যন্ত।

*বেড়াচাঁপা কাউন্সিলে ১ টাকা রোড * দেগঙ্গা * উত্তর ২৪ পরগণা

সম্পূর্ণ ইসলামিক পরিবেশে অতিষ্ঠ শিক্ষকমণ্ডলীর দ্বারা সন্তুসহকারে
আপনার সন্তানের প্রাথমিক পাঠ দেওয়ার বিষয় প্রতিষ্ঠান।

আমাদের বৈশিষ্ট্য—

- ১। পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্বদের পাঠ্যক্রম অনুযায়ী শিক্ষা দান।
- ২। ইসলামিক শিক্ষা ও আদর্শের প্রতি অনুগত করে গড়ে তোলার।
- ৩। জেনারেল শিক্ষার পাশাপাশি আরবী শিক্ষা, সাধারণ জ্ঞান, বাংলা, ইংরেজী ও আরবী ভাষায় পারদর্শী করে তোলার।

ভর্তির জন্য ফর্ম পাওয়া যাবে ১লা জানুয়ারী থেকে
১৫ জানুয়ারী পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু অফিস থেকে।

কোর-আন

সূরা আল বাক্বারাহ

মক্কার অবতীর্ণ, আয়াত ২৮৬
পত্র সংখ্যার পত্র

সপ্তম কাণ্ডঃ কোরআন শরীফ শ্রবণ করলে মুমিন, কান্দির, সাধারণ-অসাধারণ নির্বিশেষে সবার উপরে দু'ধরনের প্রভাব সৃষ্টি হতে দেখা যায়। যেমন, হজরত ডুবাইর ইবনে মোতামম (রাঃ) ইসলাম গ্রহণের পূর্বে একদিন হজুর (সাঃ)-কে মার্গারিসের নামে সূরা তুর পড়তে শুনেন। হজুর (সাঃ) যখন শেষ আয়াতে (সীআহায়েন, তখন হজরত ডুবাইর (রাঃ) বলেন যে, মতো হলো, কেন আমার অস্তর উড়ে যাচ্ছে। তাঁর কোরআন পাঠ শ্রবণের এটিই ছিল প্রথম ঘটনা। তিনি বলেন, সেদিনই কোরআন আমার উপর প্রভাব দিবার করে ফেলেনি। আয়াতটি হচ্ছে "আম সুলিকুম মিনি গায়ির-শরীফি আম হম শালিকুম। আম শালিকুম সমায়তি অল আদল"। পর্যা ইউকিমুন। আম ইসলামম খাজাউনা রাসিক। আম হম আল মু-সিতরিন"।— অর্থাৎ, তোরা নিজেরাই সৃষ্টি হয়েছে, না তোরাই আক্ষর্য ও হুম্মান সৃষ্টি করলে; ও সেনাকিছুতেই ওরা ইয়াদিন করছে না। তাদের বিনতি কি তোমার পালনকর্তার ভাঙারসমূহ গচ্ছিত রয়েছে, না তোরাই রক্ষক?

অষ্টম কাণ্ডঃ অষ্টম কাণ্ড হচ্ছে, কোরআনকে বারংবার পাঠ করলেও মনো নিরাক্রান্ত আসে না। পর যতই শেখা পড়ে যাবে, ততই তাতে আচ্ছন্ন বাড়তে থাকে। দুনিয়ার যত জ্ঞান ও আত্মবোধ পূরকই হোক না কেন, বড়জোর দু-চারপার পাঠ করার পর তা আর পড়তে মন চায় না, অন্য! পাঠ করলে তা ও অন্যত ইচ্ছা হয় না। কিন্তু কোরআনের এ বিশিষ্ট গুণে যে, যত বেশী পাঠ করা হয়, ততই মনের আচ্ছন্ন আরো বাড়তে থাকে। অন্যর পাঠ শুনতেও আচ্ছন্ন জন্মে।

বুখারী শরীফ

প্রথম অধ্যায়— 'ওহী'

পত্র সংখ্যার পত্র

রসুল্লাহ (সাঃ) বলেন, 'তোরা কি আমাকে বের করে দেবে? তিনি জবাবে বললেন, হী। অর্থাৎ যিনিই তোমার মত কিছু নিয়ে এসেছেন তার সাথেই শরুত করা হয়েছে। সেদিন যদি আমি জীবিত থাকি, তোমাদের অপশাই সাহায্য করণ।' এর কয়েকদিন পর ওয়াহিদা (রাঃ) ইচ্ছেকাল করেন। এবং ওহী হুগাঁত থাকে।

বাগীর ইবনে আব্দুল্লাহ আমসারী (রাঃ) ওহী হুগাঁত গ্রহণ করলেন, রসুল্লাহ (সাঃ) বলেন, একদিন আমি হুগাঁত যাচ্ছি হঠাৎ আদাম থেকে একটি শব্দ শুনতে পেয়ে ওপরের দিকে তাকানাম, দেখতে পেলাম, সেই ফেরেজা, যিনি হেরা ওহায় আমার দিকে এসেছিলেন, আসমান ও ভূমীর মাঝে একটি কুয়ার বসে আছেন। আমি ভয় পেয়ে গেলাম। তৎক্ষণাত আমি তাকানাম সাথে বসলাম, 'আমাদের কাপড় দিয়ে ঢেকে দাও, আমাদের কাপড় দিয়ে ঢেকে দাও।' তারপর আয়াহত/আয়া নাভিল করলেন, 'হে শাযাআলিহ! উটন, সতপক্ষী প্রভার করন এবং আপনাদের প্রদর শ্রেষ্ঠ রাখা করন। আপনাদের পোষাক পরিচ্ছদ পরিচ রাখুন। অপরিদ্রা থেকে দূরে থাকুন।' (৭ঃ২১-২৪) তারপর থেকে ব্যাপহারে এদের পর এক ওহী নাথিক হতে লাগল।

ওহী সম্পর্কে অনুসরণের সত্যায়নঃ (হাদিস ৪)- হজরত আব্দুল্লা ইবনে আব্বাস (রাঃ), আবু সুফিয়ান তাদের বলেছেন, বালশা হিরেকান একদল তার কাছে যোগে পার্গেল।

অমীয়াবাণী

নবম কাণ্ডঃ নবম কাণ্ড হচ্ছে, কোরআন যোষণা করেছে যে, কোরআনের সংরক্ষণের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ্ খবর করেছেন। কিয়ামত পর্যন্ত এর মতো নিম্নলিখিত পরিমাণ পরিবর্তন-পরিবর্তন না হয়ে তা সংরক্ষিত থাকবে। আল্লাহ্ তা'আলা এ ওয়ালা এভাবে পূরণ করেছেন যে, প্রত্যেক যুগে নব্ব নব্ব মানুষ ছিলেন এবং রয়েছে, যারা কোরআনকে এমনভাবে স্বীয় স্মৃতিপট ধারণ করেছেন যে, এর প্রতিটি বার-বার শুধা স্বরচিত পর্যন্ত অবিকৃত রয়েছে। নাথিলের সময় থেকে চৌদ্দ শতাব্দীর বহু অতিপারিই হয়েছে; এ দীর্ঘ সময়েও মতো এ কিতাবে কোন পরিবর্তন-পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়নি। প্রতি যুগেই খ্রী-পূর্ব, শিশু-বৃদ্ধ নির্বিশেষে কোরআনের হাফেজ ছিলেন ও রয়েছে। বড় বড় আলো যদি একটি বার-বার-পেছ কম করেন, তবে ছোট বালকেরাও তাঁর ভুল করে ফেলেন। পৃথিবীর কোন ধর্মীয় কিতাবের এমন সংরক্ষণের ব্যবস্থা সে ধর্মের লোকেরা এক দৃষ্টান্তেও দেখে করতে পারেন না। আর কোরআনের মত নির্ভুল দৃষ্টান্ত বা নবীর স্থাপন করা তো অন্য কোন গ্রন্থ সম্পর্কে নয়। অন্য দৃষ্টান্তেও দেখা যায় না। অনেক ধর্মীয় গ্রন্থে সত্যতা এটি ছিল মনেও মুশকিল যে, এ কিতাবে কোন ভাষার অবতীর্ণ হয়েছিল এবং তাতে বদলি অধ্যায় ছিল।

হজরত প্রতি যুগের কোরআনের যত প্রকার ও প্রকার হয়েছে, অন্য কোন ধর্ম-গ্রন্থের ক্ষেত্রে তা হয়নি। অর্থাৎ ইতিহাস সাক্ষী যে, প্রতি যুগেই মুসলমানদের সংখ্যা ক্রমশঃ মুশকিলের তুলনায় কম ছিল এবং জার-মাধ্যম ও অন্যান্য ধর্মগোষ্ঠী লোকদের তুলনায় কম ছিল। এতদসঙ্গেও কোরআনের জ্ঞান ও প্রকাশের তুলনায় অন্য কোন ধর্ম-গ্রন্থের জ্ঞান ও প্রকাশনা মনুষ্য হয়নি। তারপরও কোরআনের সংরক্ষণ আল্লাহ্ তা'আলা শুধু গ্রন্থ ও পুস্তকেই সীমাবদ্ধ রাখেননি যা জ্বলে গেলে বা অন্য কোন

তিনি কোরআনকে কাফিলার তখন কবর উপরোক্ত সিরিয়ান অস্থানে পরিত্রায়ে। তখন রসুল্লাহ (সাঃ) আবু সুফিয়ান ও কোরআনশরফ মাফে নিশিষ্ট সময়েই জন্ম সৃষ্টিপদ ছিলেন। আবু সুফিয়ান তার সাক্ষীর নিয়ম বিরুদ্ধে নিষেধ এয়েন। হিরেকান তখন জেকজালেম অস্থানে করছিলেন। হিরেকান তাদেরকে তার দরবারে ডাকলেন। তার পাশে তখন রোমের রোমীস্থানীয় ব্যক্তিও উপস্থিত ছিলেন। তাদের কাছে ডেকে নিলেন এবং সেভাবেই ডাকলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, 'যে ব্যক্তি নিজেদের নবী বলে দাবি করে তোমাদের মতো বংশের দিক থেকে তাঁর মর্যাদায় নিম্নত আধার্য কে? আবু সুফিয়ান বললেন, ব্যপের দিক থেকে আমিই তার নিম্নত আধার্য। তিনি বললেন, তাঁকে আমার দূর কাছে নিয়ে এসে এবং তাঁর সাধীসেরকেও কাছে এসে পছন্দ করিয়ে দাও। তারপর সেভাবেই বললেন, তাদের বলে দাও, আমি এর কাছে সেই ব্যক্তি সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন করব, যে যদি আমার কাছে মিথ্যা বলে, তাহলে সাথে সাথে তাকে মিথ্যাবাদী বলে প্রকাশ করবে। আবু সুফিয়ান বললেন, 'আয়াহর কসম! তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলে জ্ঞান করবে এ বাল্য আমার না। প্রদলি আমি অশ্রুই তাঁর সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলতাম।' তারপর তিনি তাঁর সম্পর্কে আমাকে প্রশ্ন করলেন, 'তোমাদের মতো তাঁর কংমহদি কেমন?' অর্থাৎ বললাম, তিনি আমদের মতো অতি সন্ত্রস্ত বংশের। তিনি বললেন, তোমাদের মতো এর আগে আর কখনও কেউ এমন কথা বলেছে? আমি বললাম, 'না'। তিনি বললেন, 'তাঁর ব্যপ-দরদের মধ্যে কেউ বালশা ছিলেন?' বললাম, 'না'। তিনি বললেন, 'প্রজাতি না সাধারণ

হাদীস

কারণ নষ্ট হয়ে গেলে আর সংগ্রহ করার সম্ভাবনা থাকে না। তাই স্বীয় কল্যাণের স্মৃতিপট ও সংরক্ষিত করে দিতোছেন। সেলানালাতা সমগ্র বিশ্বের কোরআন ও যদি কোন কারণে কলস হয়ে যায়, তাও এ গ্রন্থ পূর্বের ন্যায়ই সংরক্ষিত থাকবে। কয়েকজন হাজরত একত্রে গুলে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তা বিশেষ দিতে পারলেন। এ অল্পত সংরক্ষণও আলকোরআনেরই বিশেষত্ব এবং এ যে আয়াহরই কল্যাণ তার অন্যতম উজ্জ্বল শ্রমাণ। যেভাবে আয়াহর স্বরা সর্ব যুগে বিদ্যমান থাকবে, তাতে কোন সৃষ্টির হত্যাফল কোন ক্ষতি নেই, অনুপভাবে তাঁর কল্যাণ সমস্ত সৃষ্টির সন্দ-সন্দেহ উচ্চ এবং সর্বযুগে বিদ্যমান থাকবে। কোরআনের এই ভবিষ্যতবাণীর সত্যতা বিগত চৌদ্দশত বৎসরের অভিজ্ঞতা থেকে প্রমাণিত হয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে। এ প্রশংসা মো'যযার পর কোরআন আয়াহর কল্যাণ হওয়াতে কোন অন্যর সংকল-সংগ্রহ থাকতে পারে না।

দশম কাণ্ডঃ কোরআনে ইনাম ও জমারের সাগর পরিভূত করা হয়েছে, অন্য কিতাবে আজ পর্যন্ত তা করা হয়নি। ভবিষ্যতেও তা হওয়ার সম্ভাবনা নেই। এই সংক্ষিপ্ত ও সীমিত শব্দসমূহের মধ্যে এতো জ্ঞান ও বিশ্ববস্তুর সংক্ষেপ ঘটছে যে, তাতে সমস্ত সৃষ্টির সর্বকালের প্রয়োজন এবং মানব জীবনের প্রত্যেক দিক পরিপূর্ণভাবে আয়ত্তিত হয়েছে। আর পিম পিতামানবর সূক্ষ্মতম নিদ্রা এবং কল্পিত ও সমাধিত জীবন থেকে সমস্ত ও সূক্ষ্ম জীবনের নিদ্রা বিদ্রূপ প্রকৃত হয়েছে। এছাড়া মাঝার উপরে ও নীচে যত সম্পদ রয়েছে সে সবার প্রদত্ত ছাড়াও জীব-বিজ্ঞান, উদ্ভিদ-বিজ্ঞান এমনকি রাস্তানীতি, অর্থনীতি ও সামাজিকের সকল দিকের পর্যবেক্ষণ সম্ভবিত এমন সমগ্রার বিশেষ অন্য কোন আসমানী কিতাবে করা যায় না।

লোকেরা তাঁর অনুমোদন করে? বললাম, 'সাধারণ যোগ্যের। তিনি বললেন, তবু কি সংখ্যে বৃদ্ধি পায়ে না কমবে? বললাম, বৃদ্ধি পাবেই চলেছে।' তিনি বললেন, তাঁর কর্ম গ্রহণ করার পর কেউ তা ত্যাগ করেছে? বললাম, 'না'। তিনি বললেন, নবুওত্তের দরবারে আগে তোমরা কি কোনও সময় তাঁকে মিথ্যার দ্বারা অভিযুক্ত করেছো? বললাম, 'না'। তিনি বললেন, তিনি কি ওয়ালা ভদ্র করেন? বললাম, 'না'। তবে আমরা তাঁর সঙ্গে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য দক্ষিণে আসব আছি। তিনি, 'এই সঙ্গে তিনি করলেন।' আবু সুফিয়ান বললেন, একঘণ্টা ছাড়া নিজেদের পক্ষ থেকে আর কোন কথা বলার সুযোগই আমি পাবনি।' তিনি বললেন, তোমরা কি তাঁর সঙ্গে কখনও যুদ্ধ করেছো? বললাম, 'হ্যাঁ'। তিনি বললেন, তাঁর সাথে তোমাদের যুদ্ধ কেমন হয়েছে? বললাম, 'তাঁর ও আমাদের মধ্যে যুদ্ধের ফলাফল দুয়ার বাতিলে ন্যায়।' কখনও তাঁর পক্ষে যায়, আবার কখনও আমাদের পক্ষে আসে।' তিনি বললেন, তিনি তোমাদের দ্বিগুন অধিক করেন? বললাম, তিনি বলেন, তোমরা এক আয়াহর ইবদত কর এবং তাঁর সাথে কোন কিছুর আশ্রয় করবে না এবং তোমাদের বাপ-দাদার স্রষ্টা পথ পরিচাল্য কর। আমাকে আল্লাহ্ কস, সত্য কথা বল, নিজস্ব স্বাধীন এবং আত্মীয়ের সাথে সংকল-সংগ্রহ কর।' তারপর তিনি সেভাবেই বললেন, 'তুমি তাকে বল, আমি তোমার কাছে তার বেশ সম্মান গ্রহণ করছি। তুমি তার উপরে উত্তেজিত করবে।' যে, তিনি তোমাদের মধ্যে সন্তোষ বংশের। প্রকৃত পক্ষে রসুলগণকে তাঁদের কউমের উচ্চ বংশেই প্রেরণ করা হয়ে থাকে। 'না'। তিনি বললেন, প্রজাতি না সাধারণ

সওয়াল জওয়াব

মুফতী আব্দুল কাইউম সাহেব ডাইরেক্টর-জামিয়া রহমানিয়া

৩০৫৫। সওয়াল- যে সমস্ত মানব পানিতে ডুবে মরে ও জেওয়াল চাপা পড়ে মরে ও রাষ্ট্রার গাড়ির নিচে চাপা পড়ে মরে তারা কী পেয়েছে বাসি হলেন? দয়া করে জানান।

জওয়াব- ইমান থাকলে তাদের এই আকস্মিক মরণের জন্য শাহাদাতের মর্যাদা পেতে পারে, সেই সুবাদে তারা পেরেশানী হতে পারেন।

৩০৫৬। সওয়াল- হজুর আমি শুনেছি একজন মহিলা অপর একজন মহিলার মাথার চুল দেখলে সে জাহান্নামে যাবে। কিন্তু মা যদি মেরের চুল দেখে তাহলে কি হবে? এবং আমার পরিবারে শাওড়ি, ছা, নন্দ, বোন এরা যদি আমার চুল দেখে ফেলে তাহলে কি জাহান্নামে যেতে হবে? অথবা অসুখ থাকে যদি আমার পেশ-চালকরা যদি আমার চুল বা দেহের কোন অংশ দেখে ফেলে তাহলে কি ঘোষণা হবে?

জাহান্নামা বিবি, দক্ষিণ ভেরিয়া।
জওয়াব- একজন মহিলা আর একজনের চুল দেখলে জাহান্নামে যাবে এই কথাটি ঠিক নয়, লিখার লাকী প্রশ্নগুলির জওয়াবের প্রয়োজন নেই।

৩০৫৭। সওয়াল- হজুর, আমি কয়েকটি রোজা করেছি, হঠাৎ একদিন আমার পেটের মধ্যে ব্যথা শুরু হয়ে উঠলো এবং ডাক্তার বললো তুমি রোজা করতে পারবে না। এই অবস্থায় আমার কি করা উচিত? আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন হল, রোজা থাকাকালীন আচ্ছরের নামাজের পর অথবা আগে যদি হঠাৎ দেখা যায় তাহলে ওই অবস্থায় কিছু না পেয়ে একতর করা যাবে কি? না হঠাৎ দেখার সঙ্গে সঙ্গে কিছু পেয়ে রোজা ভাঙতে হবে। দয়া করে জানান।

অরেশা বিবি, হেবেরিয়া।
জওয়াব- জরুরী ভিত্তি উপস্থিত হলে বাওয়া যাবে, এ রোজাটি পরে কাছ করে দিতে হবে। রোজা অবহায় হয়েছে হলে একতর করতে হবেন। বরং রোজার হালাতে থেকে সক্ষম একতর করবে। বরং যে করামি হয়েছে হয় সে করামি প্রকাশ্য দিমের বেলা না পেয়ে গোপনে পেতে হবে।

৩০৫৮। সওয়াল-হজুর! আমার জানার বিষয় হল— আমার বশিরহাটের আল্লাম হজুরের কিতাব পড়ে জানতে পারি বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে স্ত্রী তলাক হয়ে যান, বর্মীর তলাক দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। এই তলাক শব্দোদ্বোধন করার উপায় কি? দয়া করে জানান।

আজিয়া বিবি, পিরিহাট।
জওয়াব- যেমন বিলাহ হয় ঠিক তেমনি উকিল লাকী ঠিক করে মোহর নির্ধারণ করে বিলাহ করে নিলে হবে।

৩০৫৯। সওয়াল- হজুর আমার প্রশ্ন হল অজু করার সময় কোন কথা বলা যাবে কি? যদি কারণবশত কোন কথা বলে ফেলি তাহলে কি পুনরায় অজু করতে হবে।

ফজলুর রহমান মোল্লা, আদাম শব্দমপুর, চাঁদপুর।
জওয়াব- ওজু করার সময় কথা বললে পুনরায় ওজু করতে হবে না। তবে ওজুর ফজীলত থেকে বঞ্চিত হতে হবে। হাদীস শরীফে আছে কোন ব্যক্তি বসন ওজু করতে শুরু করে তখন চার জন মেরেস্তা একটি কপড় তার মাথার উপর ধারণ করে। যদি ওজুকরী ব্যক্তি কোন কথা বলে তাহলে এক কেরার মেরেস্তা কপড় ছেড়ে দিয়ে চলে যায়, এরপক্ষে চার বার কথা বললে মেরেস্তা কপড়টি ওঠিয়ে নিয়ে চলে যান। আর কোন কথা না বললে ঐ কপড়টি ওজুকরী ব্যক্তিকে পরিচয়ে দেন। ওজুকরী ব্যক্তি কথা বললে ঐ কপড় পরিধান করা থেকে বঞ্চিত হবে।

৩০৬০। সওয়াল- মিলাদ মাহফিল বা কোনো সওয়ালবেরসি মাহফিলে সুফোর, মদনোশ বা হারাম অর্থ নিযুক্ত হলে সেই মাহফিলের আদারক স্বাওয়া যাবে কি? যদিও আমার হালাল অর্থ উছাতে যদি নিযুক্ত থাকে।

বাকিরিয়া, অউকোপাড়া।
জওয়াব- নিজেদের হালাল অর্থ দিয়ে থাকলে উক্ত শাখা কতওয়ায় গ্রহণ করা যেতে পারে।

৩০৬১। সওয়াল- যদি কোন ইমাম সাহেবের পরিবর্তে অন্য কোন ব্যক্তির নামে ইমাম ভাতার কর্ম নিলাপ করে টাক পাও, আর সেই টাক যদি ইমাম সাহেবের দেয়, তাহলে ওই ইমাম সাহেবের পিছনে নামাজ পড়লে কি কোন সমস্যা হবে? এক্ষেত্রে কবরী কি?

ছাত্র- ফুরকুরা টাইটেল মাজান।
জওয়াব- সরকারী যোবনা অনুযায়ী উক্ত টাকার পাওনাধার মূলত ইমাম, সেই টাক ইমাম সাহেব ড্র না করে অন্যের নামে টাকটি ড্র করার প্রথমত একটি শোকা, দ্বিতীয়ত গোপন পায়ে ইমাম সাহেবের উক্ত টাক ভক্ষণ করা সেটাও আর একটা শোকা। তৃতীয়ত উক্ত টাক নিদলস না হওয়ার ইমাম সাহেবের পক্ষে উক্ত টাক ভক্ষণ করা জায়েজ নয়। তবে মসজিদ কর্তৃপক্ষ যদি ইমামকে ন্যায় মাহিনা দেন তাহলে উক্ত ইমামের পিছনে নামাজ জায়েজ। আর যদি ইমামকে মাহিনা না দেওয়া হয় বরং উক্ত ভাতার ইমামের মাহিনা গণ্য করা হয় সেক্ষেত্রে উক্ত ইমামের পিছনে এভেদা করা মকরুহ।

সুপ্রিয় পাঠক-পাঠিকগণ, আপনাদের বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে সওয়াল-জওয়াব বিভাগে সওয়াল পাঠানোর জন্য এখন থেকে banganur@gmail.com এই ই-মেইল এড্রেসে মেইল করুন। এছাড়া বসন্তুরে কোন লেখা বা আপনার এলাকার সংবাদ দ্রুত পাঠাতে একই এড্রেসে ই-মেইল করুন। আমাদের অন্য ই-মেইল এড্রেসে বসন্তুর সম্পর্কিত কোন ই-মেইল পাঠালে তা গ্রহণযোগ্য হবে না।

বিনীত— বিভাগীয় সম্পাদক

কাম রিপু দমনের একমাত্র ঔষধ আল্লাহ ভীতি

মোঃ আলমগীর গাজী

মানুষ যে বৌদ্ধপুত্র থেকে ছুঁতে থাকে তার কবর প্রকার অবস্থা হতে পারে। ইমাম গাজালী তাঁর জগত বিখ্যাত 'এহইয়াউ উলুমুদীন' কেবলে লিখেছেন মানুষ যখন বৌদ্ধপুত্র থেকে দূরে থাকে- হয় লোক নিন্দার ভয়ে, নাহয় লজ্জা-শরম, না হয় মান-সন্মানের ভয়ে। কিন্তু এগুলির মধ্যে কোনটিতে সওয়াব নেই। কেননা এতে মনের এক আনন্দকে আরেক আনন্দের উপর প্রাধান্য দেওয়া হয় মাত্র। অবশ্য এসব বাধার মধ্যেও একটি কল্যাণ আছে। তা হচ্ছে মানুষ পাপ কাজ থেকে বেঁচে থাকে। তা সে যে কোন কারণেই হোক। যখন সকল সামর্থ্য সুরোপ পাশ বহুও কেউ শুধু আল্লাহর ভয়ে বিনা থেকে বিরত থাকে, তখন সে উচ্চমর্যাদা ও সওয়াবের অধিকারী হবে, বিশেষতঃ যখন সত্যিকার বৌদ্ধপুত্র পদ্যমান। আর এটা প্রকৃত মোমেন ও সিদ্ধিকগণের লক্ষণ। এসম্পর্কে বসুল (সাহ) বলেন, যে ব্যক্তি (প্রেমিকের জন্য) আশিক হয়ে সাধু থাকে এবং ইশক গুণ্ড রাখে, এরপর মারা যায় সে শহীদ। তিনি আরো বলেন, আল্লাহপাক কিয়ামতের দিন সাত ব্যক্তিকে আরশের জায়গাতে স্থান দিবে। যেহিঁ আরশের ছায়া বাতিল আর কোন ছায়া থাকবে না। তন্মধ্যে একজন সে ব্যক্তি, যাকে কোন সন্তান রূপসী নারী নিজের দিকে আহ্বান করে এবং সে জানাবে বলে আমি বিশ্বাস্তিপালক আল্লাহকে ভয় করি। তাহলে আল্লাহকে ভয় করে বিনা-বাতিচার থেকে বিরত থাকলে আল্লাহপাক আমাদের কিয়ামতের দিগপে আরশের ছায়া দান করবেন। তার কারণ মান-সন্মান, লজ্জা-শরম, লোক নিন্দার ভয় এসমস্ত তো পার্থিব স্বার্থের ভয়। কিন্তু প্রকৃত আল্লাহপাকের ভয়ের ক্ষেত্রে কোন স্বার্থ থাকতে পারে না। আর মান-সন্মান, লজ্জা-শরম, লোক নিন্দার ভয় এসমস্ত পাপ কাজ থেকে বিরত রাখতে পারেনা। বশিরহাট আল্লাম হজুর তাঁর ইসলাম ও পর্থা নামক কিতাবে লিখেছেন, কেবল অগ্নি ও পেট্রলের মধ্যে সম্বন্ধ রয়েছে, পুরুষ ও স্ত্রীলোকের মধ্যে আশিকল সেইরূপ সম্বন্ধ বর্তমান আছে। বৈরুদ (ব্রেক্সিল) বায়ুবোণে অগ্নিকে স্পর্শ করিয়া থাকে, সেইরূপ পরপুরুষ ও স্ত্রীলোকে একে অন্তের আকর্ষণে বাতিচারে লিপ্ত হয়। তাছাড়া শরতান তো প্রতি পথে পথে মানুষকে দেখে দিতে চায়। এবং হুজিরায় বরুপ ব্যবহার করে নারীদেরকে। এ সম্পর্কে বসুল্লাহ (সাহ) এরশাদ করেন, নারী শরতানের জাল। এই লিঙ্গা না থাকলে, নারীরা পুরুষের উপর রাজত্ব করতে পারতো না। অন্য এক হাদিসে আছে হজরত এনবে মাজুউদ (রাঃ) বর্ণনা করেন, নবী (সাহ) বলেছেন, স্ত্রীলোকের গোদান থাকার বিষয়, যখন সে বাইরে গমন করে শরতান তাহার সুরোপ অনুসন্ধান করতে থাকে। (তিরমিহি)। কিন্তু প্রকৃত আল্লাহপাকের দূর সর্বসময় সর্বকাল পাপ কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখে। সামর্থ্য এবং আগ্রহ পাশ বহুও জ্বলবার সাগে হজরত ইউসুফ (সাহ)-এর ঘটনা সকলের জানা। আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনে এ জন্যে তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। নিম্নসম্মে এ ব্যাপারে হজরত ইউসুফ (সাহ) সকল সৎ ও সাধুপুরুষের ইমাম।

ইমাম গাজালী (রহঃ)-এর জগৎ বিখ্যাত 'দাশীনি কিয়ামতের সাংঘাত নামক কেতাবের ৪৮৬ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, সাহাবী হজরত সুলয়মান ইবনে ইয়াদার (রাঃ) অসাধারণ সুন্দর চেহারার যুবক ছিলেন। তিনি একবার একজন সাগীসহ মদীনা থেকে হজ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। আসওয়া নামক প্রান্তরে এসে তবু ফেললেন। তাঁর সাগী বস্তুটি কিছু কেনাকাটা করার জন্য বাজারে চলে গেল। তিনি তাপূতে একাকি বসে থাকলেন। এক জনৈক গ্রাম্য মহিলার দৃষ্টি তাঁর অনান্য সৌন্দর্যের উপরে পড়তেই সে মনে প্রাণে তাঁর প্রতি আসক্ত হয়ে গেল এবং পাশাড়া থেকে নেমে একেবারে তাঁর সামনে এসে হাজির হল। মহিলা নিজেও রূপে-রঙে-সৌন্দর্যে ছিল অপরূপা। সে বোঝাবার পর্দা বুকে বলল, আমাকে কিছু দি। সাহাবী হজুর মনে করলেন সাবার চাইছে হয়তো। তাই ফটি ঘোরান জন্য হাত বাড়ালেন। সে বলল আমি এটা চাইনা। সামী-স্ত্রীর মধ্যে যা হয় আমি তাই আশা করি। তিনি কলেন, শরতান তোমাকে আমার কাছে পাঠিয়েছে। আমি বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করি। এরপর তিনি নিজের মাথা দুই হাটুর মাঝখানে রেখে সমস্তের কাঁদতে শুরু করে দিলেন। মহিলা তাঁর একরূপ অবস্থা দেখে ব্যর্থতার রানি বহন করে নিজ বাড়িতে চলে গেল। সঙ্গী বাজার থেকে ফিরে এসে দেখল, সুলয়মানের দু'চোখ বুজে গেছে এবং ফলা মেয়ে সেজে। সাগী জিজ্ঞেস করল, আপনি কাঁদছেন কেন? তিনি বাপাটা এড়িয়ে সেতে চাইলেন। বললেন কিছু না। আমার মনের কথা মনে পড়ে গিয়েছিল তাই। সঙ্গী বলল না, বাপার অন্য কিছু। অবশেষে

অনেক পৌড়াপৌড়ি করে জিজ্ঞেস করার পর সাহাবী সুলয়মান (রাঃ) গ্রাম্য মহিলার ঘটনা বলেছিলেন। সাগী বস্তুটি বাজার সওয়াব ব্যাপ দেখে অশ্রোরে কান্না শুরু করে দিল। তিনি কারণ জিজ্ঞেস করলেন, এমন ভূমি কীভাবে কেন? সে বলল, আমার কানার কারণ হচ্ছে, আমি যদি আপনার জায়গার হতাম তবে সবর করতে পারতাম না, নিম্নার লিপ্ত হয়ে যেতাম। কিছুকাল পর্যন্ত উভয়ে কাঁদলেন এরপর তারা মল্লার পৌছলেন। তওয়াফ ও সাগীর পর যখন তারা হাজুর আসওয়ানের নিকটে এলেন, তখন সুলয়মান ইবনে ইয়াদার (রাঃ) বসাবস্থায় তব্বাছায় হয়ে পড়লেন। তিনি বসে দীর্ঘমেয়ী, সুস্বী, ছাঁকছাঁকমকপূর্ণ পোশাক পরিহিত ব্যক্তিকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, কে আপনি? তিনি বললেন ইউসুফ। সুলয়মান (রাঃ) আরজ করলেন, জ্বলবার সাগে আপনার আচরণ খুবই বিশ্বাস্কর। ইউসুফ (সাহ) বললেন, আবওয়ার সেই গ্রাম্য মহিলার সাগে বোমার আচরণ আরো দিয়ায়ক। তাহলে প্রকৃত আল্লাহপাকের ভয় অন্তরে না থাকলে দুনিয়ার ক্ষেতনা ও নারীদের কিতনা থেকে বেঁচে থাকা সম্ভবপর নয়। এ বিষয়ে বসুল পাক (সাহ) বলেছেন, তোমরা দুনিয়ার কিতনা ও নারীদের কিতনা থেকে বেঁচে থাক। কেননা বনী ইসরাইলের প্রথম কিতনা নারীদের পক্ষ থেকেই ছিল। অন্য এক হাদীসে আছে, আমি দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার পর পুরুষদের ওপর নারীদের চেয়ে অধিক কঠোর কোন ক্ষেতনা আর বেশি না। আল্লাহপাক আমাদের বোঝার তৌফিক দান করুন। আমিন।

পাণ্ডিত্যের আবেগ

মোঃ নাহতাব্দিন

*ইসরাঈলী ১১.১১.২০১৪ তারিখ মগদেশে বাহ একটা ফেন এলো। ফেললাম এম.কিউ। অর্থাৎ ডঃ মুহাম্মদ আব্দুল কাইউম সাহেব। সালাম দিনিময়ের পরই তিনি খুবই আবেগময় কণ্ঠে এবং অন্যান্য মনের আভাবিক স্বরধ্বনির তুলনায় বেশ উচ্চ স্বরেই বলতে শুরু করলেন, আমি বুঝতে পারছি না যে, ঘাচা হজুর কেবলা (রহঃ)-এর উপরে কেউ গবেষণা করছে না কেন? আমি অনেক বেটেবুটে বশিরহাট হজুর কেবলার উপরে অনেকটাই আলোকপাত করেছি সমাজ সম্বন্ধে, যদিও বহু দিক তুলতে পারিনি। তবে আমার সময় সুরোপ থাকলে আমি মোজাহদেদে যামানের উপরে একটু পাটতাম কিন্তু আমার বয়স হয়েছে, তাই অক্ষমতার সাহস পাচ্ছি না ভাই (মাইতাবভাই)। আমি বলি- বশিরহাট হজুর তাঁর জীবনী লিখেছেন। এবং সোয়াম বাহাউদ্দিন সাহেবও ফুরকুরা শরীফ নিয়ে গবেষণা করছেন। আমি পুনরায় বলি- আপনি আপনার মনের কথা গুলি লিপিত ভানেই বসুন। তুলে ধরুন। ডঃ এম.কিউ সাহেব আরোও সেন আবেগময় হয়ে উঠে বলতে থাকেন- ঘাচা হজুর কেবলা যে কলম ধরেছিলেন সে কথা আজকের সমাজের অনেকেই জানে না। পর পর বেশ কয়েকটি পত্রিকার নামও তিনি বললেন হজরত মোজাহদেদে যামান (রহঃ)-এর প্রকাশিত লেখা আছে যে যে ইসলামী পত্রিকার। এবং তিনি অনেক

কথাই একটানাই বলতে থাকেন- সবাইত ধর্মের আধ্যাতিকতাকে তুলে ধরতে চান কিন্তু বাহুবুখী জীবনকে লিপিত ভাবে সমাজ-সম্মুখে কতজন্য তুলে ধরেন? প্রত্নতি..... *আমি বুললাম বস্তু আমার পাণ্ডিত্যের সোতধারাই বড়ই আবেগময় হয়ে উঠেছেন আজ মগদেশ নামাজ-এর বিশেষ দফা পেয়ে। এবং সঠিক যুক্তি ভিত্তিক দিককে আমাদের নিকট আনাগন করতে এমন জিজ্ঞাসাবোধক প্রশ্নাব পেশ করলেন যোমেনে মাযাই। আমি পুনরায় বলি সোয়াম বাহাউদ্দিন সাহেবের সঙ্গে এমন বিষয়টি নিয়ে আলোচনায় আসতে পারেন। তিনি বলেন- আগামী কাল উনি বশিরহাট আমিনীয়া মাদ্রাসাতে আসছেন আলোচনা রাখব। *সবাই সব কাজ সমাপ্ত করে যেতে পারে না। তবুও বস্তুই হয় অনেকটাই এগিয়ে দিয়ে যেতে। কারণ- গবেষণার সুফল প্রাপ্ত ডঃ মুহাম্মদ আব্দুল কাইউম সাহেব কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে ইসলাম ধর্মীয় ধারার সুগঠিত রজ্জ সুন্দর পবিত্র মহাপ চরিত্র আল্লাম হজুর (রহঃ)-কে তাঁর পাণ্ডিত্যের কলমে তুলে ধরে। মূল্যায়ণ করলেও পেতেছেন বলেই এতোটাই আবেগময় হয়ে উঠেছেন তাঁরই পীরকেবলা (রহঃ)-কে নিয়ে লিখতে কিংবা লেখতেই। জানি না বোদাপাক কতটা মদম দেননা তাঁর হেকমতে এবং বাতার কলমে।

“অন ইন্ডিয়া সূনাত অন জামায়াত”

সহরা অনন্তপাড়া গ্রাম কমিটি গঠন

নিম্নসংসদধাতা- অন ইন্ডিয়া সূনাত অন জামায়াতের হাবড়া-২ রক্তের রাজীবপুর গ্রাম পঞ্চরায়ের অধর্গত সহরা অনন্তপাড়া গ্রাম কমিটি গত ১২ অক্টোবর ২০১৪ তারিখে গঠিত হয়েছে। সর্বসম্মতিক্রমে বারা ধারিদে আসেন তারা হলেন—

১। আজহারউদ্দিন মণ্ডল - সভাপতি - ৮০০১১৬০২৮, ২। গিয়াসউদ্দিন - সহ সভাপতি - ৯০৫১০৩২১৩০, ৩। আকবার গোলদার - সম্পাদক - ৯৭৩২৬২৪৩১, ৪। নূর সেলিম মণ্ডল - সহ সম্পাদক - ৮০১৭৩৮২৭৭৫, ৫।

মোঃ মুহিদ আলি মণ্ডল - যোযাধ্যাক - ৯৬০৯২৫৬৫৭৯, ৬। মোঃ আবদাসউদ্দিন - হিসাব রক্ষক - ৮৭৬৮১৭৮২২০, ৭। মোঃ মিরাজুল মণ্ডল - সদস্য - ৮৭৬৮৬২৫৪৯২, ৮। মোঃ বুরসিফ আলম - সদস্য - ৮০০১১৬২০৭৭, ৯। মোঃ নাগির মণ্ডল - সদস্য - ৯৮৭৪১২৫২৭৪, ১০। মোঃ রফিকুল ইসলাম - সদস্য - ৯০৯৩৭১৩৪২৮, ১১। মোঃ করিম মোহা - সদস্য - ৯৫৬৪৫০৩০৫৩, ১২। মোঃ কদুস মণ্ডল - সদস্য - ৮০০১৯৩৩৭১৪, ১৩। মোঃ রুহুল আমিন - সদস্য - ৭৮৭২৩৪৭২৭৬ প্রমুখ।

কেয়াডান্সা চাঁদপুর গ্রাম কমিটি গঠন

নিম্নসংসদধাতা- অন ইন্ডিয়া সূনাত অন জামায়াতের দেগলা ব্লকের চাঁদপুর গ্রাম কমিটি গত ০২ নভেম্বর ১৪ তারিখে গঠিত হয়েছে। সর্বসম্মতিক্রমে বারা ধারিদে এলেন তারা হলেন যথাক্রমে—

১। মোঃ মনিরুল ইসলাম - সভাপতি - ৭৫০১০৮৭৯৮০, ২। মোঃ আজহারুল ইসলাম - সহ সভাপতি - ৯৬৪৭১৯৬০৩৯, ৩। মোঃ রফিকুল ইসলাম - সম্পাদক - ৯৬০৯৯৮২৩৪৩, ৪। মোঃ মহিউদ্দিন আলি - সহ সম্পাদক

- ৮৭১২০৮৯৬২০, ৫। আলহাজ্ব মাওঃ মোঃ হাসানুজ্জামান - ক্যান্ডিয়ার - ৯৭৭৫২২১০৯১, ৬। মোঃ আব্দুল আলি - হিসাব রক্ষক - ৯৭৩৪৬৪৪৪১১, ৭। আলহাজ্ব মোঃ হাবিবুল মণ্ডল - সদস্য - ৭৫০১০৮২২৩৪, ৮। মোঃ সাহাবুর জামান দিপাল - সদস্য - ৯৭৩৫৬৪৪৪৪, ৯। আব্দুল্লাহিল ফারুক - সদস্য - ৮৩৪৮৬৭৫৫২০, ১০। মোঃ আব্দুল আলী - সদস্য - ৯৭৩৪৫১৬৭৬, ১১। মোঃ তাহির হাসান - সদস্য - ৯১৫৩৬০০২৪৭ প্রমুখ।

গুমা জাগ্রত সংঘের ময়দানে হিংসা ও সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী সমাবেশ

নিম্নসংসদধাতা- গত ২৩ নভেম্বর অন ইন্ডিয়া সূনাত অন জামায়াত হাবড়া শাখার পরিচালনার 'হিংসা ও সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী সমাবেশ'-র আয়োজন করা হয়, অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মাওঃ আব্দুল মতিন, সহ সভাপতি মাওঃ রফিকুল ইসলাম সাহাবী, সারা বাংলা সংখ্যালঘু যুব ফেডারেশনের সাধারন সম্পাদক মাওঃ কামরুজ্জামান সাহেব, পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা গাড়ুক্ষেত্র বোর্ডের অফিস সেক্রেটারী মাওঃ হাসানুর জামান, মাগুরার বাঙ্গাল আজুমানের অ্যাডমিনের সভাপতি মাওঃ মনিরুজ্জামান সাহেব, সদস্য মাওঃ নাজিমুল্লাহ, মাওঃ আবদার মন্ডল প্রমুখ। অনুষ্ঠানটির আয়োজক আব্দুর রহিম সাহেব সহ এলাকার বিনিস্ত সমাজসেবী ডাক্তার, মাষ্টার, বুদ্ধিবীণি সহ গুমা জাগ্রত সংঘের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

সর্বোপরী তিনি আরো বলেন আমরা কখনো কবডি দেশ ও দেশের স্বার্থে আমরা সাম্প্রদায়িক নৃত্তিকে প্রতিহত করব। মাওঃ কামরুজ্জামান বলেন, আমি সাংবাদিক বস্তু ও বিজেতির নেতায়ের উদ্দেশ্যে বলছি আপনারা আসেন আমরা সকলে মিলে মাদ্রাসা গুলো তদন্ত করি। যদি কোন মাদ্রাসাই জঙ্গি, বা দেশ দ্রোহির প্রমান দেখাতে পারেন তা হলে আমরা ওই মাদ্রাসা গুলো বন্ধ করে দেব। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন পবনপ্ত পত্রিকা অফিসের অফিস সেক্রেটারী মুহাঃ তরিকুল ইসলাম। সবশেষে মাওঃ রফিকুল ইসলাম সাহাবী সাহেব দুওয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

শোক সংবাদ

আব্দুল মতিন বলেন, বর্তমান সময়ে রাজ্যের প্রথম শ্রেনীর কিছু মিডিয়া মুসলিম সমাজ সম্পর্কে মিথ্যা ও কুৎসা প্রচার করে চলেছে, তাতে সমাজে হিংসা ছড়িয়েছে। আমরা চাই না হিন্দু-মুসলমানের জাত্বদ নষ্ট হোক। কারণ দেশের হিন্দু ও মুসলিমরা কাঁধে কাঁধ মিলিতো যদি সেদিন ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম না করতে তাহলে দেশের স্বাধীনতা আসত না। আজ আমরা শান্তি ও স্বাধীনতার স্বার্থে এই সমাবেশ করছি। তিনি রাজ্যের মিডিয়া ও প্রশাসনের উদ্দেশ্যে বলেন, আপনারা আসুন আমরা সকলে মিলে দেশের ঐক্য ও সংহতির স্বার্থে জঙ্গি বাদ নির্মূল করি। করেন আমরাই তো করণিল সেটেরে নারাই- তবুনি ধর্মিতে মুখরিত করে দিয়েছিলাম।

বারানাত থানার অধর্গত ছোট জাওলিয়া নিবাসী ডাঃ সোখ রিয়াজুল হক গত ২৫ নভেম্বর মঙ্গলবার রাত্রে দুনিয়া থেকে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন (ইয়াঃ)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৪৫ বছর। তাঁর এক পুত্র ও এক কন্যাসন্তান রয়েছে। 'অন ইন্ডিয়া সূনাত অন জামায়াতের ছোট জাওলিয়া অঞ্চল কমিটির পক্ষ থেকে তাঁর পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানানোর সাথে সাথে তাঁর রাস্তার মাগফিরাতের জন্য দেশ বাসীর কাছে মহান আল্লাহ'তায়ালা'র নিকট দোয়ার আবেদন জানানো হচ্ছে। তাঁর এই অকাল ত্যাগে আমরা গভীরভাবে শোকাহত।

সম্পাদকীয়

ইসলাম শান্তির ধর্ম, মুসলিমরা শান্তির দূত

মুসলিম হিসেবে দীন ইসলাম পালন এবং তার সঠিক বাস্তবায়নের জন্য জিহাদ অর্থাৎ চেষ্টা সাধনা করার বিষয়ে দ্বিমত থাকতে পারেনা। এই চেষ্টা সাধনার পদ্ধতি ও পর্যায় সবার ক্ষেত্রে সব সময় একই রকম নাও হতে পারে। তবে সব ক্ষেত্রেই কিছু মৌল নীতি অবশ্যই মেনে চলার প্রয়োজন রয়েছে। মুসলিম মাত্রই মহান আল্লাহতায়ালার স্রেতিত কিতাব আল-কোরআনের বাণী অনুধাবনের জন্য চেষ্টা করতে হবে। নেহেতু এই জিহাদ ব্যক্তি স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় নয়, তাই মানবতার স্বার্থে ও শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যকে সামনে রেখেই সময় উপযোগী পদক্ষেপ নিতে হবে।

গুণমাত্র পার্থিব লাভ লোকসানের হিসেব কবে জিহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য হাদিসদয় করা সম্ভব নয়। বার। সত্যিকার অর্থে ইসলামের পথে চলার চেষ্টা-সাধনা করতে চান, তাদেরকে অত্যন্ত ধৈর্যশীল হতে হবে। তাড়ুছড়া করা কিংবা অধৈর্য হয়ে কথায় ও কর্মে অবেগপ্রসূত অসহনশীল আচরণ করে থেকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে। কারণ রক্ত কথা ও অসহিষ্ণু আচরণ জনগণের সাথে দূরত্ব সৃষ্টি করে। ইসলাম শান্তির ধর্ম, আর মুসলিমরা হলো শান্তির দূত স্বরূপ। তাই তাদেরকে মার্জিত ও সংযতাবণের অধিকারী হবার জন্য চেষ্টা করতে হবে। কারণ মহান সন্তান বিনয়ী, সহিষ্ণু ও সংকমশীল ভাল মানুষদের ভালবাসেন এবং সাথে থাকেন। তাছাড়া সাধারণ মানুষই গুণ নয়, চরম শত্রুরাও ভালো মানুষের বাবহারে মুগ্ধ হয়, বিশ্বাস ও অস্থা পায় এবং বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতে পারে। সব সময় মনে রাখতে হবে যে, মহান আল্লাহতায়ালার আমাদেরকে শান্তি ও সত্যাত্মীয় কল্যাণময় সমাজ প্রতিষ্ঠার

ম্যাসেট দিয়েই এ পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। যথাসম্ভব শান্তিপূর্ণ ও সহনশীল পথেই এই গুরু দায়িত্ব পালন করতে হবে। কিন্তু তাই বলে সহনশীলতার অর্থ এই নয় যে নিজেদের অস্তিত্ব বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিলেও মুসলিমরা হাত ওড়িয়ে বসে থাকবে। ক্ষমতা দখলের মোহে তথাকথিত সন্ত্রাস নয়, বরং দ্বৈতের দমন ও শিল্পের পালনের স্বার্থে শক্তি প্রদর্শন এবং মুসলিমদের আত্মরক্ষার প্রয়োজনে হাতে অস্ত্র তুলে নিয়ে তার সত্ব্যবহার করার নির্দেশও দেয়া হয়েছে।

সাধ্যমত ইসলামের দাওয়াত দেওয়াও 'জিহাদের' একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ভাল কথা, সংকর্ম, সারগর্ভ বক্তৃতা ও লেখালেখি ইত্যাদি সকল সুস্থ পন্থায় দাওয়াতের কাজ চলিয়ে যেতে হবে এবং যুগোপযোগী আধুনিক গণমাধ্যম সমূহের সৃষ্টি ব্যবহার করার বিষয়েও যথাযথ পদক্ষেপ নিতে হবে। চিকিৎসা বিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান, প্রকৌশল বিজ্ঞান, অর্থনীতি, আইন শাস্ত্র, মহাকাশ বিজ্ঞান, বিবর্তনবাদ ইত্যাদি গত ধরনের পার্থিব বিষয় জ্ঞানই মানুষ অর্জন করুক না কেন, ইসলামের দাওয়াত কর্মে নিবেদিতদেরকে আল-কোরআনের জ্ঞান অর্জন ও অনুধাবন করার বিষয়ে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে। তা না হলে যে কোন মুহুর্তে পা পিছলে যাওয়ার সম্ভাবনাটি অগ্নিক। এই দাওয়াতের কাজ করতে গিয়ে প্রতিপক্ষ কটকথা বলতে পারে এবং নানা রকমের পৌনঃপুনিক আচরণ করতে পারে। অনুকূল বা প্রতিকূল অর্থাৎ পরিবেশ পরিস্থিতি যেমনই হোক না কেন, সকল অবস্থায় মহান আল্লাহতায়ালার পথনির্দেশনা মেনে চলাই হলো মুসলিমদের জন্য সর্বোত্তম পন্থা।

ফিলিস্তিনিদের হুমকি দিলেন কেরি, ইসরাইল-মার্কিন ষড়যন্ত্র অব্যাহত

বিশেষ প্রতিবেদন- মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জন কেরি ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে হুমকি দিয়েছেন বলে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন গণমাধ্যমে জানিয়েছেন। জন কেরি বলেছেন, ফিলিস্তিনি স্বশাসন কর্তৃপক্ষ যদি আন্তর্জাতিক সমাজের মাধ্যমে ফিলিস্তিনিদের অধিকার আদায়ের জন্য জাতিসংঘের শরণাপন্ন হয় তাহলে তাদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হবে।

এদিকে, জাতিসংঘের মানবাধিকার পরিষদের তদন্ত দলের গাজা প্রবেশে বাধা দেয়ার ফিলিস্তিনের ইসলামি প্রতিরোধ আন্দোলন হামাসের মুখপাত্র সামি আবু বোহরি ইহুদিবাদী ইসরাইলের তীব্র সমালোচনা করেছেন। তিনি এক বিবৃতিতে বলেছেন, ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে গত ৫০ দিনের যুদ্ধে গাজায় ইসরাইলি যুদ্ধাপরাধ তদন্তের জন্য জাতিসংঘের তদন্ত দল গাজায় আসতে চাইলেও ইসরাইল তাতে বাধা দিয়েছে।

জানা গেছে, ফিলিস্তিনিরা যাতে তাদের অধিকার দিয়ে পেতে না পারে সে জন্য আমেরিকা ও দখলদার ইহুদিবাদী ইসরাইল সব রকম চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এ লক্ষ্যে ফিলিস্তিনিরা ইসরাইলি যুদ্ধাপরাধের বিচারের জন্য আন্তর্জাতিক সমাজের কাছে ধরনা দিলেও আমেরিকা তাতে বাধা দিয়েছে। গাজায় ইসরাইলি যুদ্ধাপরাধের বিবৃতি যাতে কখনোই ফাঁদ না হয় এবং আন্তর্জাতিক শান্তির সন্ধান হতে না হয় সেজন্য ইসরাইল শুরু থেকেই তদন্ত করতে বাধা দিয়ে আসছে।

ফিলিস্তিনিরা ইসরাইলি দখলদারদের স্বপননা এবং রাধীন ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র গঠনের জন্য আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ব্যাপক চেষ্টা চালালেও ইসরাইল ও মার্কিন কর্মকর্তারা তার বিরুদ্ধে বড়সড় চলাচ্ছে যাতে ফিলিস্তিনিরা কখনোই লক্ষ্যে পৌঁছাতে না পারে। ফিলিস্তিনিরা জাতিসংঘের মাধ্যমে রাধীন রাষ্ট্র গঠনের জন্য যে পদক্ষেপ নিয়েছে ইসরাইল তার তীব্র বিরোধীতা করেছে। অন্যদিকে মার্কিন কর্মকর্তারাও ফিলিস্তিনিদের উপর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টির হুমকি দিয়েছে যাতে তারা রাধীন রাষ্ট্র

গঠনের চেষ্টা থেকে সরে আসে। আমেরিকা এমন সময় নতুন করে ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে হুমকি দিয়েছে ও বড়সড় গুরু করেছে যখন মার্কিন কর্মকর্তারা তথাকথিত আপোষ আলোচনার মাধ্যমে সময় ক্ষেপণ করে ফিলিস্তিনিদের অধিকার আদায়ের উদ্যোগকে ভুল করার চেষ্টা করছে। মধ্যপ্রাচ্যে আপোষ আলোচনার মাধ্যমে যদিও কেবল ইসরাইলের দাবি দাওয়া আদায় করে নেয়া হচ্ছে এবং যখন ফিলিস্তিনিরা তাদের দাবি আদয়ে শত্রু অবস্থান নিচ্ছে তখনই তা বন্ধ করে দেয়া হচ্ছে।

ফিলিস্তিনিরা ইসরাইলের সঙ্গে আপোষ আলোচনার মাধ্যমে প্রমাণ করেছে, তারা ইসরাইলের দখলদারিত্ব ও আমেরিকার বড়সড়ের কাছে মাথা নত করবে না। এ অবস্থায় মার্কিন কর্মকর্তারা হুমকি ও ত্রাস সৃষ্টির মাধ্যমে এমন এক পরিস্থিতি তৈরির চেষ্টা করছে যাতে ফিলিস্তিনিরা তাদের লক্ষ্য অর্জন না করতে পারে এক ইসরাইলের অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষা পায়।

এ অবস্থায় ফিলিস্তিনের বর্তমান পরিস্থিতি থেকে এটা প্রমাণিত হয়েছে, ইসরাইলের আগ্রাসন ও সহিংসতা রোধ করা এবং ফিলিস্তিনিদের অধিকার আদায়ের একমাত্র পথ বা উপায় হচ্ছে প্রতিরোধ সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া। পশ্চিমা বিশ্বের তথা আমেরিকার শান্তি আলোচনা তথা সমাধান সূত্র বার করার নামে কলক্ষেপ করা ফিলিস্তিনের বিপক্ষে ইসরাইলকে সাপোর্ট করার এক বিন চক্রান্ত ছাড়া আর কিছু নয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ যোগ্য, ফিলিস্তিনকে রাধীন রাষ্ট্র হিসেবে ইতিমধ্যে ব্রিটেনের পার্লামেন্টে একটি বিল পাশ হয়েছে। এছাড়া সংশ্লিষ্ট সুইডেন ফিলিস্তিনকে রাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। এছাড়া বিশ্বের অধিকাংশ দেশই ফিলিস্তিনকে রাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দিতে চেয়েছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাতে পারে পশ্চিমতীর ও গাজা নিয়ে একটি রাধীন রাষ্ট্র দাবি করে আসছে ফিলিস্তিন। যার রাজধানী হবে পূর্ব জেরুজালেম। কিন্তু

ইসরাইলের তীব্র বিরোধীতার কারণে তা সম্ভবপর হচ্ছে না। আর এ বিষয়ে ইসরাইলকে অমানবিক ভাবে মদদ দিয়ে চলেছে মানবতার শত্রু বিশ্ব শান্তির পরিপন্থী সাম্রাজ্যবাদের দলিল মার্কিন প্রশাসন। জন কেরির ফিলিস্তিনের বিরুদ্ধে সাম্প্রতিক দেওয়া এই হুমকিই এমন করছে মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি আসুক মানবতার দুঃখময় আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র তা চাইনা। তারা মুসলিম সাধারণ তথা মুসলিম জাতির বিরোধীতা করে। ব্রিটেন ও ইউরোপীয়রা তো ইহুদি নামক অভিশপ্ত জাতিকে ঘোর করে মধ্যপ্রাচ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে অশেষ রাষ্ট্র ইসরাইলের জন্ম দিয়েছে। আর আমেরিকা তাকে লালন পালন করে বড়ো করে তুলছে। যাতে করে এই অভিশপ্ত জাতির রক্তকে দিয়ে মধ্যপ্রাচ্যের শান্তি বিধ্বস্ত করা যায় এবং মুসলিম নিধন করা যায়। এমন অবস্থায় ফিলিস্তিনের ইসলামি প্রতিরোধ আন্দোলন হামাসের সামনে সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলন ছাড়া আর কোন পথ খোলা থাকছে না। আর ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ সেটা ভালোভাবেই বুঝতে পারছে। কারণ, যেখানে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ যখন শান্তি আলোচনার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সমাজের সহায়তার আবেদন দাখল করে রাখতে চলেছে তখন ইহুদিবাদী ইসরাইল ও তার দলিল আমেরিকা ফিলিস্তিনকে নানাভাবে বিরোধীতা করেছে। এমনকি হুমকি-ধামকি দিয়ে তাদের সেই দাবি আদায়ের আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দিতে চাইছে। আমেরিকা ও ইসরাইল জানে ফিলিস্তিনের সমস্যাকে আন্তর্জাতিক সমাজের সামনে এনে সমাধানের চেষ্টা করলে ইসরাইলের স্বার্থ ক্ষুব্ধ হবে। অতএব ইসরাইল রাষ্ট্রটিই তো বিরোধীতা করেছে। এমনকি হুমকি-ধামকি দিয়ে তাদের সেই দাবি আদায়ের আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দিতে চাইছে। আমেরিকা ও ইসরাইল জানে ফিলিস্তিনের সমস্যাকে আন্তর্জাতিক সমাজের সামনে এনে সমাধানের চেষ্টা করলে ইসরাইলের স্বার্থ ক্ষুব্ধ হবে। অতএব ইসরাইল রাষ্ট্রটিই তো বিরোধীতা করেছে। এমনকি হুমকি-ধামকি দিয়ে তাদের সেই দাবি আদায়ের আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দিতে চাইছে। আমেরিকা ও ইসরাইল জানে ফিলিস্তিনের সমস্যাকে আন্তর্জাতিক সমাজের সামনে এনে সমাধানের চেষ্টা করলে ইসরাইলের স্বার্থ ক্ষুব্ধ হবে। অতএব ইসরাইল রাষ্ট্রটিই তো বিরোধীতা করেছে। এমনকি হুমকি-ধামকি দিয়ে তাদের সেই দাবি আদায়ের আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দিতে চাইছে।

(তথ্যসূত্র- রেডিও তেহরান।)

পাঠকের কলম

কবি দেখে না, কবিতা দেখে

*বঙ্গবুরকে ভালো লাগার শর্তের সাথে আর একটি বিশেষ শর্ত সংযুক্ত হলোই ১৪২১ সালের কার্তিক ১৬-৩০ তারিখের প্রকাশিত *কবির মজলিস* বিভাগের ৩য় প্রকাশ প্রদত্ত যোগাযোগ পাঠ করে। কবিতা বিভাগের ক্ষেত্রে এমন একটি দৃষ্টির যোগ্যতাকে দাম মান না দিয়ে আর পারাই গেলো না। কবির মজলিসের ক্ষেত্রে যেমন বিচারের দৃষ্টি প্রযোজ্য, তিক তেমনিভাবে অন্যান্য সাহিত্য বিভাগের প্রতিও লক্ষ্য রেখে চলবে *বঙ্গবুর* অনেক মূল্যবান সংস্করণ প্রদানের স্বত্বাধীন দায়িত্বমান হবে (ইনশাআল্লাহ)।

*সাথে সাথে আমি পাঠক হিসাবে

বলতে চাই যে, নব্যগত কবিদের কবিতাগুলির ভাল ভাবা ঠিক থাকলেও ছন্দঃ(লয় সঙ্গতিত পতি) বা মাত্রাগত ত্রুটি সংশোধনের পরেই প্রকাশ করলেই উপরে উল্লিখিত বাক্যটির প্রকৃত মূল্যায়ণ হবে। উৎসাহ দান করতে গিয়ে ভুলে অভ্যস্ত করা একটি দৃষ্টির যোগ্যতাকে দাম মান না দিয়ে আর পারাই গেলো না। কবির মজলিসের ক্ষেত্রে যেমন বিচারের দৃষ্টি প্রযোজ্য, তিক তেমনিভাবে অন্যান্য সাহিত্য বিভাগের প্রতিও লক্ষ্য রেখে চলবে *বঙ্গবুর* অনেক মূল্যবান সংস্করণ প্রদানের স্বত্বাধীন দায়িত্বমান হবে (ইনশাআল্লাহ)।

কবিতা সঠিক ভাষা ভাষায় ছন্দে ও মাত্রাজ্ঞানে লেখা হলে ও প্রকাশ হলে কিংবা প্রকাশ করলেই প্রকৃত পাঠক-মহল ভাবে সে কবিতা দিয়ে। আর যদি তা না হয়, তা হলে কবিতার মান হ্রাস হওয়ার সাথে সাথেই কবির দামমান মিলবে না। তৎসহ প্রকাশিত পত্রিকার উপরে বিজ্ঞ পাঠক-মহলের ধারণা হালকা হয়ে দাঁড়াবে। তাই বলতে চাই- প্রকৃত কবি তৈরির উদ্দেশ্যেই কবিতার প্রকাশ ঘটুক পাক্ষিক বসনুরে। (ছন্দঃ অর্থ- লয় সঙ্গতিত পতি* লয় অর্থ- সমান সমান সময় *মাত্রা অর্থ- স্রবের হ্রিতকাল* প্রত্নত্বি....)

জৈনিক পাঠক, হাড়োয়া, উত্তর ২৪ পরগণা।

সুন্নাত অল জামায়াত

দক্ষিণ শেরপুর, আগাপুর মিলান মসজিদের উন্নতি কল্পে—

পবিত্র ইসলামী ধর্মসভা

২৭ অগ্রহায়ন-২১ (ইং- ১৪/১২/১৪) রবিবার

আগাপুর মোড় মিলান মসজিদ প্রঙ্গন, সময়- বাদ মাগরিব হইতে

উপস্থিত থাকবেনঃ- হজরত মাওঃ মুফতী আব্দুল কাইউম সাহেব- ডাইরেক্টর-জামিয়া রহমানীয়া * হজরত মাওঃ রব্ব আলী সাহেব, শিক্ষক- আমিনপুর সিনিয়র মাদ্রাসা * হজরত মাওঃ ইয়াকুব আলী সাহেব- সম্পাদক- ভাষানীপু মাদ্রাসা।

উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করবেন হজরত মাওঃ আব্দুল লতিব সাহেব।

* আপনার সবধর্মের দলে দলে যোগদান করুন *

হিংসা, সন্ত্রাস ও সাম্প্রদায়িকতা —

একের পাতার পরে

অবশ্যই প্রকাশ করবেন। তবে আমরা পরিষ্কার পৃথক করে রাখছি এনআইএ তদন্ত করে কিছুই পাচ্ছে না। মিডিয়ারা রাজ্যে একটি হিংসা ও সাম্প্রদায়িক সরকারকে ক্ষমতায় আনতে চাইছে।

মাওঃ কামারুজ্জামান বলেন, মিডিয়ারা রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব বাবুর কণাকে সত্য বলে প্রমাণ করতে চাইছেন, তৎকালীন সময়ে রাজ্যের মিডিয়ারাও বুদ্ধদেব বাবুর কণাকে প্রমাণ করতে পারিনি, কারণ মাদ্রাসা শিক্ষার

উদ্দেশ্য সূনাগরিক তৈরী করা, দেশ ব্রহ্ম ইমানের অঙ্গ। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের তালিকায় যে সমস্ত মুসলিমরা ছিল তারা প্রত্যেকেই মাদ্রাসার ছাত্র।

বিভিন্ন সংগঠনের কর্মকর্তাদের পক্ষ থেকে রাজ্যপালের নিকট একটি স্বাক্ষরিত পত্র প্রদান করা হয়। অনুল্লান থেকে যোবনা করা হয় যে, আগামী দিনে যদি এই মিথ্যা ও অপপ্রচার বন্ধ না করা হয় তাহলে আমরা রাজ্য ছড়ে মিডিয়াদের বিক্ষেপে প্রচার চালাতে বাধ্য হব।

কাশ্মীর জয় করতে মরিয়া বিজেপি, দিবাস্বপ্ন বলে উড়িয়ে দিলেন ওমর

বঙ্গনূর রিপোর্টার- জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যের রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করতে উঠেপড়ে লেগেছে বিজেপি। তারা এই রাজ্যের ৮৭টি আসনের মধ্যে ৫০টি



আসনের লক্ষ্য নিয়ে এগিয়েও ৪৪টি আসন পাওয়ার আশায় রয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গত আগস্ট, সেপ্টেম্বর এবং চলাতি নভেম্বর-এ এই রাজ্যে সফরে গিয়েছেন। নির্বাচনী সভায় গিয়ে মোদী আবেদন করেছেন রাজ্যে বিজেপিকে ক্ষমতায় পদাধারিত হওয়া। তিনি বলেছেন, 'আমি এই রাজ্যকে ভালোবাসি, এ জন্য এতবার কাশ্মীরে এসেছি।' মোদী সরাসরি আবদুল্লাহ এবং মুফতি পরিবারের নাম করে বলেন, 'দুটি পরিবারই এ রাজ্যকে লুট করছে। এদের ক্ষমতা থেকে ছুড়ে ফেলতে হবে। এবারে ভোটে এটাই হবে এদের শাস্তি।'

মোদীর এসব বক্তব্যকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাহ। তিনি বলেছেন, 'এসব

অভিযোগের কোন ভিত্তি নেই। আসলে উনি বহু বারী ভয় পেয়ে গিয়েছেন বলে এসব কথা বলছেন। আমরা যদি সত্যিই রাজ্যকে লুট করতাম, তাহলে মানুষ

অভিযোগের কোন ভিত্তি নেই। আসলে উনি বহু বারী ভয় পেয়ে গিয়েছেন বলে এসব কথা বলছেন। আমরা যদি সত্যিই রাজ্যকে লুট করতাম, তাহলে মানুষ

অভিযোগের কোন ভিত্তি নেই। আসলে উনি বহু বারী ভয় পেয়ে গিয়েছেন বলে এসব কথা বলছেন। আমরা যদি সত্যিই রাজ্যকে লুট করতাম, তাহলে মানুষ

অভিযোগের কোন ভিত্তি নেই। আসলে উনি বহু বারী ভয় পেয়ে গিয়েছেন বলে এসব কথা বলছেন। আমরা যদি সত্যিই রাজ্যকে লুট করতাম, তাহলে মানুষ

অভিযোগের কোন ভিত্তি নেই। আসলে উনি বহু বারী ভয় পেয়ে গিয়েছেন বলে এসব কথা বলছেন। আমরা যদি সত্যিই রাজ্যকে লুট করতাম, তাহলে মানুষ

অভিযোগের কোন ভিত্তি নেই। আসলে উনি বহু বারী ভয় পেয়ে গিয়েছেন বলে এসব কথা বলছেন। আমরা যদি সত্যিই রাজ্যকে লুট করতাম, তাহলে মানুষ

অভিযোগের কোন ভিত্তি নেই। আসলে উনি বহু বারী ভয় পেয়ে গিয়েছেন বলে এসব কথা বলছেন। আমরা যদি সত্যিই রাজ্যকে লুট করতাম, তাহলে মানুষ

অভিযোগের কোন ভিত্তি নেই। আসলে উনি বহু বারী ভয় পেয়ে গিয়েছেন বলে এসব কথা বলছেন। আমরা যদি সত্যিই রাজ্যকে লুট করতাম, তাহলে মানুষ

অভিযোগের কোন ভিত্তি নেই। আসলে উনি বহু বারী ভয় পেয়ে গিয়েছেন বলে এসব কথা বলছেন। আমরা যদি সত্যিই রাজ্যকে লুট করতাম, তাহলে মানুষ

অভিযোগের কোন ভিত্তি নেই। আসলে উনি বহু বারী ভয় পেয়ে গিয়েছেন বলে এসব কথা বলছেন। আমরা যদি সত্যিই রাজ্যকে লুট করতাম, তাহলে মানুষ

অভিযোগের কোন ভিত্তি নেই। আসলে উনি বহু বারী ভয় পেয়ে গিয়েছেন বলে এসব কথা বলছেন। আমরা যদি সত্যিই রাজ্যকে লুট করতাম, তাহলে মানুষ

অভিযোগের কোন ভিত্তি নেই। আসলে উনি বহু বারী ভয় পেয়ে গিয়েছেন বলে এসব কথা বলছেন। আমরা যদি সত্যিই রাজ্যকে লুট করতাম, তাহলে মানুষ

অভিযোগের কোন ভিত্তি নেই। আসলে উনি বহু বারী ভয় পেয়ে গিয়েছেন বলে এসব কথা বলছেন। আমরা যদি সত্যিই রাজ্যকে লুট করতাম, তাহলে মানুষ

গুরু রামপালের আশ্রমে যা পাওয়া গেল

বিপিআর- গুরু রামপালের আশ্রমে অস্ত্রাগার ও বিতর্কিত বহু ছিমিসের সন্ধান পাওয়া গেছে। ২১ নভেম্বর সেখান থেকে বিপুল পরিমাণ গোলাবারুদ, পেট্রোল, পোমা, মরিচের গুড়ার গ্রেড ও গর্ভ পরীক্ষার সরঞ্জাম উদ্ধার করেছে পুলিশ।

রামপালের স্যাটলক আশ্রমে অভিযান চালিয়ে হিরিয়ানা পুলিশের বিশেষ তদন্ত দল এসব সরঞ্জাম উদ্ধার করে। এগুলো আশ্রমের দুটি গোপন কক্ষ আলমারি ও ব্যাগে সুরক্ষিত ছিল।

তল্লাশির সময় আশ্রমের কেন্দ্রস্থলে রামপালের একটি আসন খুঁজে পায় পুলিশ। গোপন কক্ষ দুটি রামপালের আসনের নিচেই নির্মাণ করা হয়।

রামপালের অনুসারীদের বরাতে দিয়ে পুলিশ জানায়, কাচের তৈরি একটি পুরোট কক্ষ কক্ষের একটি ব্যক্তিগত চেয়ারে বসে নিজস্ব বাহিনী পেশিত অবস্থায় ভক্তদের উপদেশ দিত গুরু রামপাল।

আশ্রমের রয়েছে একটি বিলাসবহুল সুইমিং পুল ও ২৪টি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষ, গুরুর সেবার জন্য তৈরি বিশেষ একটি বিছানা ও প্রতিটি কক্ষের সঙ্গে 'অ্যাটচড বাথরুম'। শুধু এই নয়, ভক্তদের গতিবিধির উপর নজর রাখতে ফ্রেজ সার্কিট ক্যামেরাও (সিটিভি) রয়েছে সেখানে। একসঙ্গে ১ হাজার পাউন্ডটি তৈরি ক্ষমতা সম্পন্ন একটি বৈদ্যুতিক বস্তুও পাওয়া গেছে আশ্রমে।

বিশাল এ আশ্রমের প্রতিটি স্থানে তল্লাশি চালাতে আরও কয়েকদিন লাগতে পারে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

৬৩ বছর বয়সী গুরু রামপাল



গুরুর তার হওয়ার পর ধর্মগুরু রামপাল



গুরু রামপালের আশ্রমের সেই বিলাসবহুল সুইমিং পুল

হিরিয়ানার পানিসেচ বিভাগের প্রকৌশলি ছিল। দায়িত্বহীনতার অভিযোগে ২০০০ সালে চাকরিচ্যুত হওয়ার পর একসময় নিজেকে গুরু হিসেবে দাবি করে সে। ২০০৬ সালে গুরু রামপালের অনুসারীদের গুলিতে এক ব্যক্তি নিহত হওয়ার ঘটনার জার্মানে ছিল সে। মামলার গত ৪ বছরে ৪৩ বার আদালতে উপস্থিত হতে ব্যর্থ হওয়ার তাকে আদালতে

উপস্থিত করতে ১৮ নভেম্বর পুলিশের প্রতি নির্দেশ দেন হিরিয়ানার একটি আদালত। ওই দিন দুপুরে তাকে ধরতে পুলিশ আশ্রমে গেলে রামপালের নিজস্ব বাহিনী পুলিশকে আশ্রমে ঢুকতে বাধা দেয়। তারা হাত বোমা, অ্যাপিড, বন্দুকসহ দেশীয় অস্ত্র নিয়ে পুলিশের উপর চড়াও হয়। পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে ৫ জন মারা যান এবং ৭০ সাংবাদিক সহ কয়েকশ' আহত হন।

‘খাগড়াগড়ে’ বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে কে?

জঙ্গি না কেন্দ্রীয় সংস্থা ‘র’: প্রশ্ন মমতার

বিপিআর- মুখ্যমন্ত্রী মমতা বানার্জী খাগড়াগড় বিস্ফোরণের জন্য কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা ‘র’ দায়ী কিনা সে প্রশ্ন তুলেছেন। ওই বিস্ফোরণের পেছনে

মমতা বানার্জী সীমাহীন অনুপ্রবেশ বন্ধ কেন্দ্রীয় আধাসামরিক বাহিনী বিএসএফকেও অভিবৃত্ত করেন। তিনি এদিন প্রশ্ন করেন, ‘ওই বাড়ি বর্ধমানে

চলেছে। খাগড়াগড় কাণ্ড ওসঙ্গে তিনি বলেন, ‘গত সে মাসে এখানে এসে উনি (প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী) বলেছিলেন, অনুপ্রবেশকারীদের তাড়াতে হবে। এর পর দুই মাসে ওই লোক (খাগড়াগড় কাণ্ডের নায়ক যাকে বলা হচ্ছে) বর্ধমানে এলো।’

কালোবিন ও চু-হি তদন্তে স্লিম রোট যে ভাবে সিপিআইয়ের প্রধানকে ভৎসনা করেছেন, তার উল্লেখ করে মমতা বলেন, এর পর সিপিআইয়ের হো আর পাকই উচিত নয়। তার কথায়, ‘মতুন কোন সংস্থা হোক। তা কিন্তু আরএসএস মার্কি লোক দিয়ে চালানো যাবে না।’



বিজেপি নেতৃদ্বয়ী এনডিএ সরকারের প্রতিও ইঙ্গিত করেছেন তিনি। গত ২২ নভেম্বর মোতাঙ্গী ইন্ডোর টেলিভিশনে বক্তব্যকালে তিনি এই ইঙ্গিত দিয়েছেন। এদিন তিনি ক্ষিপ্ত কণ্ঠে বলেন, ‘জঙ্গি, না কেন্দ্রীয় সংস্থা ‘র’-কে দিয়ে বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে, তা-ও দেখতে হবে। বিজেপি নেতৃদ্বয়ের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, ‘দুই মশলা নিয়ে লোক চোকায়ে, ভুলটি ফাঁদে, আর আমার শেষ হয়েছে বলতে।’

পৌছিল কি করে? এটি তো অনুপ্রবেশ! অনুপ্রবেশ রোষার দায়িত্ব পুরোটাই হো বিএসএফের। রাজ্যের কি দোষ? মমতা বলেন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব রাজ্যের। কিন্তু সীমাহীন রক্ষার দায়িত্ব থাকলে, তারা যদি রাজ্য সরকারকে সময় মতো তথ্য না দেয়, তা হলে রাজ্য বাবস্থা নোবে কিভাবে?

এদিন সভায় কৃষ্ণমূল নেত্রী বলেন, কেন্দ্রের বিজেপি সরকার বড়বড় করেই

অল ইন্ডিয়া সূর্য অল জামায়াত ভগ্নাথপূর অফিস শাখার পরিচালনায়—

সাংস্কৃতি অনুষ্ঠান, বস্ত্র বিতরণ ও পবিত্র ইসলামী ধর্মসভা

২৮ ও ২৯ অগ্রহায়ণ-২১ (ইং- ১৬ ও ১৭ ডিসেম্বর- ১৪) মঙ্গলবার ও বুধবার

দক্ষিণ দিরাড়া ফুটবল ময়দান প্রাঙ্গণ, সময়- বাদ নাগরিব হইতে

সভাপতি- আলহাজ্ব হাফেজ শামসুর রহমান সাহেব

উপস্থিত থাকবেনঃ- * শাহ সুফি হজরত মাওঃ আনোয়ার হোসেন সাহেব, * হজরত মাওঃ নুফতী আব্দুল কাইউন সাহেব- ডাইরেক্টর- জামিয়া রহমানিয়া * হজরত মাওঃ ইব্রাহিম সাহেব, বর্নগা, * হজরত মাওঃ আব্দুল নাজিম সাহেব, সম্পাদক- বঙ্গনূর পত্রিকা * হাফেজ ক্বারী মোজাম্মাকার হোসেন সাহেব, সদস্য- নাগরিবি বাঙ্গল আঞ্জামানে অয়েজিন * হজরত মাওঃ আব্দুল হাই সাহেব- শিক্ষক দঃ শিনুলিয়া মাদ্রাসা * সনগ্রহ অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করবেন বঙ্গনূর পত্রিকা অফিসের অফিস সেক্রেটারী তরিকুল ইসলাম, এছাড়া আরো অনেকে উপস্থিত থাকবেন।

আগামী সাংখ্যায় বিস্তারিত প্রকাশ করা হবে।

বাণীকতার খোঁজ

মোবাইল মোবাইল প্রস্তুত

বাণীকতা বাণীক, বাণীকতা মোড়

বলিডিয়া, উত্তর ২৪ পরগণা।

প্লো- ব্যক্তিগত মণ্ড

ফোন নং- ৯৮৮৮৮৮৮৮৮৮

এখানে সমস্ত ফোনিয়ার মোবাইল হার্ডওয়্যার এবং মোবাইল সরঞ্জাম সঠিক দামে বিক্রয় করা হয়।

বিজ্ঞান- অল ইন্ডিয়া সূর্য অল জামায়াত ফাউন্ডেশন অফিস এবং ডিউটি সার্কেল কেন্দ্র। সে কোন ইসলামিক স্কোয়ারের অফিস এবং ডিউটি সার্কেল-এর জন্য যোগাযোগ করুন।

আমেরিকা আবিষ্কার করেছিলেন মুসলিমরা

বদনূর ডেক- কলম্বাস নয় আমেরিকা আবিষ্কার করেছিলেন মুসলিমরা; তুরস্কের খ্রিস্টোফার ক্রিস্টোফার এরাঙ্গানো এ মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেন, খ্রিস্টোফার কলম্বাস আমেরিকার পা রাখার প্রায় তিন শতক আগে দ্বাদশ শতাব্দীতে মুসলিমরা আবিষ্কার করে আমেরিকা। এ খবর দিয়েছে বার্ট। সংস্থা এককপি। ইস্তাতুলে লাতিন আমেরিকার মুসলিম নেতাদের এক সম্মেলনে তিনি বলেন, লাতিন আমেরিকা ও ইসলামের যোগাযোগ অনেক আগে থেকে, দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত। মুসলিমরা ১১৭৮ সালে আমেরিকা আবিষ্কার করেছে, খ্রিস্টোফার কলম্বাস নয়। মুসলিম দাবিদার। ওই বছর থেকে আমেরিকার আসা শুরু করে। তিনি আরও বলেন, খ্রিষ্টাব্দে উপস্থিত একটি পাথরের ওপর একটি মসজিদে অপরিসীম রকম উল্লস করেছিলেন কলম্বাস। এরপর লাতিন আমেরিকার উন্নয়ন ওই মসজিদে একটি মসজিদ নতুন করে নির্মাণেরও প্রতীতি দিয়ে থাকে।

ইসরাইলি মন্ত্রীসভায় 'ইহুদি রাষ্ট্র' বিল অনুমোদন

বদনূর ডেক- ইসরাইলকে ইহুদি রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করে দেশটির মন্ত্রীসভায় গত ২৩ নভেম্বর একটি বিল পাস করা হয়। তেরকানোম ও পশ্চিমবঙ্গের অব্যাহত উত্তেজনার মতোই এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। বিতর্কিত এই বিল ইসরাইলকে 'ইহুদি রাষ্ট্র' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। ইসরাইলি সরকারের এই সিদ্ধান্তের সমালোচনা করে বিরোধীরা বলেছে, এর ফলে গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে ইসরাইলের পরিচিতি স্থগিত হয়ে পড়বে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের অধিকার ক্ষুণ্ণ হবে। এটিমাত্র এক বৈধতা এ আইনটি অনুমোদন লাভ করে। মন্ত্রীসভার প্রস্তাবিত সন্দেহভাজক বিরোধীদের মতে, নতুন এ আইনটি পাস হলে তা দেশের ইহুদিদের 'জাতীয় অধিকার' সংরক্ষণ করবে, সংখ্যাগরিষ্ঠের নয়। অপরদিকে কতরাংশ অধিকার প্রাপ্ত আইনটির তীব্র নিন্দা করে এসে 'বৈধতা'মূলক বলে অভিহিত করেছে।

প্রশংসা, ইসরাইলের মোট জনসংখ্যার শতকরা ২০ ভাগ হচ্ছে আরব মুসলিম ও

খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী। সংখ্যাগরিষ্ঠ ১৪-৭ ভোট বিমর্ষিত পাস হওয়ার পূর্বে বেনিয়ামিন নেতানিয়াহ ও বিচারমন্ত্রী জির্পা মিডনিসহ মন্ত্রীসভার অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে তীব্রতম বিতর্ক বিচার আলোচনা হয় বলে জানা গেছে। যদিও এ বিসিটি আইনে পরিণত হতে ইসরাইলের জাতীয় আইনসভা কেন্দ্রের অধিনায়ক প্রবর্তন পড়বে তবুও এটি ইসরাইল ও ফিলিস্তিনের মধ্যে উত্তেজনা বাড়িয়ে দেবে, পাশাপাশি ইসরাইলের সংখ্যাগরিষ্ঠ আরবদের মধ্যে সংঘাত জড়িত পড়বে বলে ধারণা করা হচ্ছে। অনেক সমালোচকের মতে, এটি ইসরাইলের যখনকার বৈধতাকে দুর্বল করে দেবে। বিজ্ঞ সংবাদ মাধ্যমের রিপোর্ট অনুযায়ী, ইসরাইলের আর্টিফিচিয়াল ইন্টেলিজেন্স এ আইনটি নিয়ে বেশ উদ্ভিগ্ন। তিনি মন্ত্রীসভার প্রস্তাবিত সন্দেহভাজক ইসরাইলের ইহুদিবিরোধী চরিত্র প্রকাশ করে এবং দেশটির গণতান্ত্রিক চরিত্র জ্ঞান করে থাকে।

বদনূর ডেক- চুপিসারে এবং দ্রুতগতিতে পারমাণবিক অস্ত্র বানাচ্ছে এমন দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম পাকিস্তান। ২০২০ সালের মধ্যে দেশটি অস্ত্র ২০০ পরমাণু অস্ত্র মজুদ করবে। এমনটাই মনে করছে মার্কিন চিন্তাশিল্পীরা। পাকিস্তানকে কেন্দ্র করে তৈরিতে যুক্তরাষ্ট্রের বাধা দেয়া উচিত বলেও মন্তব্য করেছেন তারা। যুক্তরাষ্ট্রের কাউন্সিল অব নরেন রিলেফস (সিএফআর) বলেছে, 'পাকিস্তান যে পরিমাণ ফিউশনবোম্ব ছালাই মজুদ করছে, যদি তারা অস্ত্র পানায় তবে ২০২০ সালের মধ্যে দেশটি ২০০টিরও বেশি কেন্দ্র তৈরি করে ফেলবে।' এ নিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছেন জর্জ মাসোন ইউনিভার্সিটির গ্রেগরি কলেনগ্জ। 'স্ট্র্যাটেজিক স্টাভিলিটি ইন দ্য সেকেন্ড ইউজার্স এইজ' শীর্ষক ওই প্রতিবেদনে এশিয়াকে 'সলভেয়ে ব্লিকপুথ' অঞ্চল হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। অসামান্য ভূমি সমস্যা, সীমান্ত সন্ধান ইত্যাদির পাশাপাশি সশস্ত্র পারমাণবিক শক্তিকে এশিয়ার ভবিষ্যতের জন্য হুমকিস্বরূপ বলে মন্তব্য করা হয় ওই

২০২০ সালের মধ্যে ২০০ পরমাণু অস্ত্র মজুত করবে পাকিস্তান: আশঙ্কায় যুক্তরাষ্ট্র

বদনূর ডেক- চুপিসারে এবং দ্রুতগতিতে পারমাণবিক অস্ত্র বানাচ্ছে এমন দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম পাকিস্তান। ২০২০ সালের মধ্যে দেশটি অস্ত্র ২০০ পরমাণু অস্ত্র মজুদ করবে। এমনটাই মনে করছে মার্কিন চিন্তাশিল্পীরা। পাকিস্তানকে কেন্দ্র করে তৈরিতে যুক্তরাষ্ট্রের বাধা দেয়া উচিত বলেও মন্তব্য করেছেন তারা। যুক্তরাষ্ট্রের কাউন্সিল অব নরেন রিলেফস (সিএফআর) বলেছে, 'পাকিস্তান যে পরিমাণ ফিউশনবোম্ব ছালাই মজুদ করছে, যদি তারা অস্ত্র পানায় তবে ২০২০ সালের মধ্যে দেশটি ২০০টিরও বেশি কেন্দ্র তৈরি করে ফেলবে।' এ নিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছেন জর্জ মাসোন ইউনিভার্সিটির গ্রেগরি কলেনগ্জ। 'স্ট্র্যাটেজিক স্টাভিলিটি ইন দ্য সেকেন্ড ইউজার্স এইজ' শীর্ষক ওই প্রতিবেদনে এশিয়াকে 'সলভেয়ে ব্লিকপুথ' অঞ্চল হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। অসামান্য ভূমি সমস্যা, সীমান্ত সন্ধান ইত্যাদির পাশাপাশি সশস্ত্র পারমাণবিক শক্তিকে এশিয়ার ভবিষ্যতের জন্য হুমকিস্বরূপ বলে মন্তব্য করা হয় ওই



প্রতিবেদনে। এতে বলা হয়, যুক্তরাষ্ট্রের বালিস্টিক মিসাইল ও ক্রাজ মিসাইলসহ পাকিস্তান ইতিমধ্যে ১১টি কেন্দ্র তৈরি করেছে বা করছে। সিএফআর বলেছে যদিও ভারতকে মোকাবিলায় কেন্দ্র তৈরি করছে পাকিস্তান, তবুও এটা শুধু ভারত-পাকিস্তানের বিষয় নয়। এতে যুক্তরাষ্ট্রেরও মাথা ঘামানোর আছে। যুক্তরাষ্ট্রের উচিত কেন্দ্র তৈরি বা মজুদ

পাকিস্তানকে বাধা দেয়া। সিএফআর বলেছে, এছাড়া একটি সেনা অভিযানও পরিচালনা করা উচিত যুক্তরাষ্ট্রের। পাশাপাশি সিএফআর এও বলেছে, ভারত ৯০-১০০টির পরমাণু কেন্দ্র তৈরি করেছে বা করছে। এতে উৎপাদন ক্ষমতা আরও বাড়ছে দেশটি। ওদিকে চীন ইতিমধ্যে আড়াইশ পরমাণু কেন্দ্র তৈরি করেছে বলে ধারণা সিএফআরের।

ইউপিএ'র জনকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলো

বন্ধ করতে চান মোদী: সোনিয়া গান্ধী

বদনূর ডেক- দেশের দরিদ্র মানুষের পার্থক্যের কারণে নেতৃত্বাধীন ইউপিএ এর কয়েকটি প্রকল্প বন্ধ করে দিতে চান নরেন্দ্র মোদী এমন অভিযোগ করে প্রধানমন্ত্রীর কড়া সামলোচনা করলেন সোনিয়া গান্ধী। ২৩ নভেম্বর ডালটনগঞ্জে নির্বাচনী প্রচারণার কংগ্রেস সভানেত্রী বলেন, 'তিনি (মোদী) যত্নের সওয়াধার। বন্ধ করণও সঠিক নয়। তার মারাজনো তাই আপনার আঁচকে বাধে না।' গত লোকসভা নির্বাচনের আগে মোদীকে 'মওত কা সওয়াধার' (মৃত্যুর সওয়াধার) বলে অভিহিত করতেন সোনিয়া গান্ধী। সেসময় তিনি গুলনারগে গোদগায় ঘটনার কথা তার জনসভাগুলোতে উল্লেখ করতেন। দুদিন আগেই এই ডালটনগঞ্জে জনসভায় মধ্যে উঠেই সোনিয়া ইউপিএ সরকারের বিরুদ্ধে বিতর্ক অভিযোগ করেছিলেন মোদী। সেদিন তিনি বলেছিলেন, 'ওই সরকার শুধু বড় বড় প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কাজের প্রতীতি কিছুই করেনি।' পাশ্চাত্য জগতের এদিন সোনিয়া গান্ধী ইউপিএ সরকারের প্রকল্পগুলোর কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, 'গরিব

মানুষের জন্য শান্ত আইন, ভূমি অধিগ্রহণ আইন তৈরি করেছিল কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন সরকার। মোদী এখন এসব বন্ধ করতে চান। প্রধানমন্ত্রী মোদী পুঞ্জিভারের বন্ধ। যত্নের আশ্বাস দিয়েছেন। তা কখনও পূরণ হবে না। প্রয়োজনে তাকে অপনোদ্য পাশে পাবেন না। থাকবে শুধু কংগ্রেসই।' ২২ নভেম্বর পলামুর পার্কেই একই ভাষায় নরেন্দ্র মোদী তথা বিজেপির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন কংগ্রেস সহ-সভাপতি রাহুল গান্ধী। এদিন রাহুলের কথার বেশ ছিল কংগ্রেস সভানেত্রীর বক্তব্যতেও। সোনিয়া গান্ধী বলেন, 'কেন্দ্রীয় সরকার মোদীর কথায় চলে। অন্য কাণ্ডও মতামতের কোন গুরুত্ব সেখানে নেই।' পলামুরে অতীতের নিষাধতা নির্বাচনে ডালটনগঞ্জে, দিশানপুর আর ভদ্রনাথপুর আসনে জিতেছিল কংগ্রেস। এবার পাকির নির্দলীয় বিধায়ক বিদেশ সিং কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন। সেজন্য পলামুর ৯টি বিধানসভা আসনে জয়ের প্রতীতি নিচ্ছে কংগ্রেস। বিজেপিকে সহজে ছাড় দেবে না দলীয় নেতৃত্ব। অস্পষ্ট হয়েছে রাহুল ও সোনিয়া গান্ধীর জনসভাতেই।

অন্ধকার গভীর

ড্রেনে ৫ দিন, উদ্ধার

হলো নবজাতক

বদনূর ডেক- ৮ ঘণ্টা গভীর একটি ড্রেনের মধ্যে থেকে ভেসে আসছিল নবজাতকের কান্না। পাওয়ার পাশ দিয়ে বাড়ার সময় দুই সাইকেল আরোহী শিশুটির কান্নার শব্দ শুনে ধমকে দাঁড়ান। পরে সেই ড্রেন থেকে উদ্ধার করা হয় ফুটকুটে এক নবজাতককে। অষ্ট্রেলিয়ার সিডনিতে ঘটেছে এই ঘটনা। ৫ দিনের বেশি সময় ধরে ড্রেনে পড়েছিল শিশুটি। মারাত্মক অসুস্থ অবস্থায় তাকে উদ্ধার করা হয় এবং এখন তার অবস্থা মোটামুটি ভালো। পুলিশের ধারণা, শিশুটি মাত্র কয়েকদিন আগে জন্মগ্রহণ করেছে। জন্মের পর তাকে কখন দিয়ে যুঁড়িয়ে সফ ড্রেনে ফেলে দেওয়া হয়। শিশুটির ২০ বছর বয়সী তরুণী মা-কে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। তবে ওই মারীর পরিচয় প্রকাশ করা হয়নি।

সোনিয়ার

স্বীকারোক্তি

বদনূর ডেক- কান্ধী ও কাশ্মীরের ক্ষমতাসীন জোটের শরীক হওয়ার ঝগড়া কংগ্রেস সোনারকার জনগণের প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেনি। দলের সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী নিচ্ছেই এ কথা স্বীকার করেন। সোনিয়া গান্ধী কাশ্মীরের বন্দিপোরা এলাকায় আসন নির্বাচন উপলক্ষে এক জনসভায় বক্তৃতা করেন। গান্ধী পরিবারের উৎসের দিকে ইঙ্গিত করে এ সময় সোনিয়া বলেন, কাশ্মীরের সঙ্গে তার সম্পর্ক ১০০ বছরের পুরনো। সাম্প্রতিক কালীয় সময়কাল জ্ঞান তৎপরতা নিয়ে বিজেপি সরকারকে তুলোদোনা করেন সোনিয়া।

পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা এ্যাডুকেশন বোর্ড (প্রথম পর্বের পরীক্ষাঃ ২০১৪-১৫) পরীক্ষার রুটিন					
	সোমবার ১০-১১-১৪	মঙ্গলবার ১১-১২-১৪	বুধবার ১২-১৩-১৪	বৃহস্পতি ১৩-১৪-১৪	শুক্রবার ১৪-১৫-১৪
জালিন- ৪	১। গণিত ২। উল্লস	১। সেক্ষেত্র ২। আয়তক্ষেত্র	১। "সার্বভৌম" আলম ২। বাংলা গান	১। ইংরেজী ২। বাংলা	১। কোরআন তরজমা
পাটান- ১১	১। গণিত ২। সেক্ষেত্র	১। সেক্ষেত্র ২। আয়তক্ষেত্র ৩। হাবিল	১। "সার্বভৌম" আলম ২। উল্লস ৩। গণিত	১। ইংরেজী ২। বাংলা	১। কোরআন তরজমা
চাহরন- viii	১। গণিত ২। সেক্ষেত্র	১। সেক্ষেত্র ২। গণিত ৩। আয়তক্ষেত্র	১। "সার্বভৌম" আলম ২। উল্লস ৩। গণিত	১। ইংরেজী ২। বাংলা	১। কোরআন শরীফ
সুওত- viii	১। গণিত ২। সেক্ষেত্র	১। সেক্ষেত্র ২। গণিত ৩। মাদ্রাসা মোফফল	১। "সার্বভৌম" আলম ২। উল্লস ৩। মাদ্রাসা আমল	১। ইংরেজী ২। বাংলা	১। কোরআন শরীফ ২। কোরআন তরজমা
পুওন- vi	১। গণিত ২। সেক্ষেত্র	১। সেক্ষেত্র ২। "সার্বভৌম" আলম ৩। নব্বাফ শিফা	১। "সার্বভৌম" আলম ২। উল্লস ৩। গণিত	১। ইংরেজী ২। বাংলা	১। কোরআন শরীফ ২। কোরআন তরজমা
আওফন- ১	১। গণিত ২। উল্লস	১। সেক্ষেত্র ২। "সার্বভৌম" আলম ৩। হাবিল	১। "সার্বভৌম" আলম ২। "নব্বাফ" ইতিহাস ৩। গণিত	১। ইংরেজী ২। বাংলা	১। কোরআন শরীফ ২। কোরআন তরজমা
জাওফন- ১১	১। গণিত ২। উল্লস	১। সেক্ষেত্র ২। ইয়াহজারফান কোরআন	১। "সার্বভৌম" আলম ২। কণ - পরিকল্পনা	১। ইংরেজী ২। বাংলা	১। কোরআন শরীফ ২। কোরআন তরজমা
জাওফন- ১১	১। গণিত ২। উল্লস	১। সেক্ষেত্র ২। ইয়াহজারফান কোরআন	১। "সার্বভৌম" আলম ২। কণ - পরিকল্পনা	১। ইংরেজী ২। বাংলা	১। কোরআন শরীফ ২। কোরআন তরজমা
হাওফী	কোরআন কোরআন	কোরআন শরীফ	নব্বাফ শিফা	পাওফাফ সেক্ষেত্র	

খবর

দরবেশ

প্রতিদিন পড়ি কত ঘটনার খবর...
সন্ধ্যায় পড়েছি, বেলা শেষে কবর!
নাম করা যত পেপার রয়েছে দেশে,
সব দামদাম মিলেছে ঠোঙায় এসে!
শেরোচ্চি স্বাক্ষর ফেলছে পপের মাশে-
বিন টাক দিলে ক্রয় করেছি লেপেছে এমন কাগজে।
কিলোর ওজনে বিশ টাকা মেলে দেখি-
রিপোর্টার আর সম্পাদকের পায়ে মাড়ে সবে একি? !
কত জন্য বোলা যতনে রেখেছে তুলি! ?
কত কথা লেখা সবটাই গেছে তুলি।
নেই যাতে কোনো সত্যের আলো গাথা...
মিথ্যা বুলিতে ভরা আছে জানি বাত।
পায় নায়েব দাম হয় না কখনো সত্যের ইতিহাস...
দেশদহ নিয়ে দিনে দিনে তারা করেছে সর্বনাশ।
তাদের চিনাছে নাগরিক যত কুটচালে তারা ভরা-
আজ কল আর পরণতে জানি পড়বেই তারা ধরা।
সাবধানবাণী অগ্রীম ভাবে প্রকাশ করিছে কবি...
মিথ্যুক যারা দুর্বল তারা ধরা পড়ে এই ছবি।
পাক পবিত্র কলি কলমের করে তারা মানহানী-
তারের রাজা অন্ধকারেই হয় শুধু জানাজানি।
আলোর জগতে মেলে নায়েব ঠাই নিশাচর প্রাণী হয়ে-
আঁধার রাঙেছে করে দিগন্ত, বানানো বাসা করে।
সত্যের আলো বেজায় ধারালো চলে যে সরল পথে...
মিথ্যার যত আঁধার বাড়তে আসে তা উপর হতে।
সুর্বেশ গতি কে- গো- থামবে? পৃথিবীর জনবল? !
সূর্য ছিলাছল পড়েনি কোনো? হবে সব দস্যবল।
বজ্রপাতের চিড়িক দেখেনি? বিদ্যুৎ চলে যায়.....
আকাশে যখন দিলিক্ মারিয়া চোখ দুটি কলসায়- ? !
কেন তবে বোলা এতো পীরত? কিসের অহংকার? !
পৃথিবী তোমার? দুনিয়া আমার? কে -এ জীবন হতে? !
আজ আছি আমি কল রবে নায়েব সব চলা হবে শেষ,
কাহারো হৃদয় মিলিয়ে না আর পড়ে রবে এই দেশ।

‘বঙ্গনুর’ কবি দেখে না। কবিতা দেখে।
সমস্ত কবি ও সাহিত্যিকদের প্রতি
বিশেষভাবে জানানো যাইতেছে যে
আপনারা অনলাইনে ই-মেইলের মাধ্যমে
আপনাদের গুরুত্বপূর্ণ কবিতা, প্রবন্ধ দ্রুত
বঙ্গনুর দপ্তরে পাঠিয়ে দিন। যোগাযোগ
প্রবন্ধ ও কবিতা অগ্রগণ্য।
আমাদের ই-মেইল এড্রেস

banganur@gmail.com

এছাড়া বঙ্গনুর সম্পর্কিত কোন ই-মেইল,
আপনার এলাকার নিউজ এবং সওয়াল
জওয়াব বিভাগে সওয়াল পাঠাতে এই
একই ই-মেইল এড্রেসে মেইল করুন।

আসল ঠিকানা

মহঃ ইউনুচ আলি, বাঁকড়া, কলুপাড়া

পৃথিবী আমার আসল ঠিকানা নয়,
মৃত্যু ভাঙবে মোর এ রঙিন পরিচয়।
সকল কামনা বাদনার শেষে,
পৌঁছাতে হবে নতুন দেশে।
আঁধারি বাতি নিভিয়ে মনের বাতি জ্বলে-
দীতে হবে পাড়ি কবর মজ্বিলে।
সকল সাধ, আশ্রয়, কামনা, পাসনা ছাড়ি,
চল ওহে মুসান্নির দাও পরপারে পাড়ি।
এ পসন, এ বালাখানা, এ দুনিয়াধারী-
সর্বই ছেড়ে চল পথিক তাড়াহাড়ি।
সংসার, শত্রু-মিত্র, আত্মীয়-স্বজন-
ফেলে রাখ হেথা যত প্রেম-ব্রীতি, যেহে ভাঙন।
এসেছিলে খালি হাতে- বাইবেও তাই,
জগৎ পেয়ে কনিকের তরে কটালে সময় বুগাই।
করলে ছলে- মিছে অভিনয়, ভালপাসা কলন্দ-
মিছে যগ দেখা, মিছে এ জগৎ বন্দন।

পাঠশালা

রাফিউন খাতুন, শিমুলিয়া (জীবনপুর)

পাঠশালা বড়ো এক
ভাবে সে নিজমনে।
বহির্ভূত বুলি চিরদিনের তরে,
আসে যে জন তারিহি বুরে।
তার আশা পরিপত হয়,
ক্রমে নিরাশতে।
আসে যে জন তারিহি ধারে,
নিজ প্রয়োজন মেটানোর তরে,
স্বার্থ ফুরালে পলায়ন করে।
পাঠশালা দুঃখে, অশ্রুভরা দুঃখান বয়ে,
পাঠশালা শুধু যে পোকা তাই নয়, নির্দোষও পড়ে।
অবশেষে পাঠশালার এই দুঃখ গ্রহিণী,
ভাবনো কখনও সে, সঙ্গীনি নিয়ে বেঁচে থাকবে কণা।

বিজ্ঞপ্তি

শিশুকবি

পাঠকদের প্রতি জানাই অভিনন্দন,
কবিতাম অনবহিত পিঞ্জরি জাপন।
আমি কবি সাকিব ইসলাম,
শিশুকবি নাম নিলাম ছদ্মনাম।
লিখব আমি যা প্রবন্ধ-কবিতা,
‘শিশুকবি’ নামে প্রকাশ হবে তা।
হেয়ার সংক্ষিপ্ত বিজ্ঞপ্তি মিলাম,
ইতি কবি সাকিব ইসলাম।

কবির মজলিস

কমরেড তোমাকে

মোকতার হোসেন মণ্ডল

কমরেড, ভাববার দিন আজ বন্ধ
পথে পথে কেঁদে মরে ভক্ত,
মাঠ-ঘাট ভরা আজ শশানের গন্ধ
আর কত চাও বোলা রক্ত?
ভিটে মাটি সব চেয়ে বিপ্লব আনলে
কেড়ে নিলে চোখ থেকে ধূম,
পাশে বসে কতকাল হেয়ারাত শুনলে
আজ বোলা ‘শয়তানী ধূম’!
কমরেড তবের দিন আজ শেষ
পালা পাটি নাও আছি ভরে,
দেখনা কী ঘটে শেষ শেষ
যেহে আজ রেখে যেব চরে।
তবের বালি বনে গেছে,
প্রাণপণ পেয়ে বাল আমি
নদী তটে কথাগুলি রেখে।

ঠিকানা

সফিয়া বেগম, হাড়েয়া

তোমার ঠিকানা পাইনি বলে-
পথ চেয়ে বসেছিলাম বহু দিন ধরে,
এক এক বসে কত দিন যে কেটেছে আমার!
কখনো জানালা খুলে দাঁড়িয়ে.....
অষ্টমির চাদের আলো পৃথিবীর জলে
সেয়েছি তরঙ্গায়িত হতে।
আহুে আহুে অন্ধকার নেমে আসত প্রকৃতিতে....
দূর দূরস্থ থেকে শিয়ালের ডাক শুনেত শুনাতে।
গাছ গুলো সব স্থির হয়ে থাকত,
জোনাকীরা সব কোপসোড়ে মিটি মিটি আলা জ্বলত।
তখন হেনা ফুলের গন্ধে মনটা মেতে উঠত।
আর স্মৃতিহারা দিন গুলির কথা মনে পড়ত।
তাইত তোমার ঠিকানা পাইনি বলে.....
পথ চেয়েছিলাম বহু দিন ধরে।
কখনো পজের বই, কখনো টিভি কখনো টেলিফোন
কিছুতেই মন বসত না।
তোমার ঠিকানা পাইনি বলে প্রাণী বন্ধ আমার-
আমি ভিলাম উদাস মনা।

তাহার ছোঁয়া

কবি-মুহাই শাখার একজন সদস্য

নিখিল রপি কিলে কবিল রশ্মি,
তুমি আসবে বলে।
পিপাসার দেশে মকর বুরে কুটিল ফুল,
তুমি আসবে বলে।
নীল আকাশ আঁকা-পাকা ডিজনইন কবিল আদ্বিই,
তুমি আসবে বলে।
আলো মৌমছি গুণগুণিয়ে আনন্দে নেচে নেচে গান গায়,
তুমি আসবে বলে।
বহিছে শরতের হাওয়া উল্লাড় করিতে মন,
তুমি আসবে বলে।
পথের উপরে হেমাছের শিশিরে ঘাসগুলি পিছিয়ে ডানা,
তুমি আসবে বলে।
বসন্তের কেঁদিলে কুছ সুরে ডাকিছে আমার,
তুমি আসবে বলে।
মরা পাঙে উঠিল জোয়ার মিলিতে মোহনার,
তুমি আসবে বলে।
পুষ্পে পুষ্পে ভরে সাণী কুসুমচূড়া বিছার দেখি,
তুমি আসবে বলে।
অন্ধ কবি আঁকছে ছবি আর লিখি কবিতা,
তুমি আসবে বলে।
শত বেদনা মুছিয়ে আদ্বিই বুলিতে ভরেছে মন,
তুমি আসবে বলে।
শূণ্য মনে যগ সাধালো হরিয়া মন,
তুমি আসবে বলে।
জীবনের ডায়েরীতে পাতা দলদলে দিন গুলি,
তুমি আসবে বলে।
কবিতার ভাষা হারিয়ে আজি লিখি কেন মনেরই ভাষা,
তুমি আসবে বলে।
সময়ে জ্ঞানে ছুটিছে সবাই, তবে এ ভাষায় কেন অপেক্ষায়;
তুমি আসবে বলে।
নিখিল লিখন লেখা আছে তবে কেন লিখি এমন কবিতা,
তুমি আসবে বলে।

বধিত মানুষের কবি

কবি মুসাব্বির

বিশ্বের সকল অসহায় ব্যক্তিগত
শোণিত, অত্যাচারিত, উৎপীড়িত
অপলেহিত, ব্যথিত ও বধিত
মানুষের কবি আমি.....।
যত অজ্ঞান, মূর্খ, অনাথর ক্রিষ্ট
ভিমারী-ভিমারিণী, মুচি-মেগর,
দরিদ্র- সবাই আমার ভাই;
এই ভাবি আমি দ্বিপদ্যামি....
১৯৪৭ সালের পর বত প্রতিভা
জন্ম নিয়েছেন এই সুফলা-সুফলা
সোনার ভারতবর্ষে- সবাই সোন-
স্বর্ণময় আর আয়ুস্বকমী।

অল ইন্ডিয়া সূর্যাত অল জামায়াত বাদুড়িয়া পূর্ব ব্লক শাখার ডাকে

হিংসা ও সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী সমাবেশ

০৭ ডিসেম্বর-১৪, (২০ অগ্রহায়ণ-২১) রবিবার

কাটিয়াহাট ফুটবল ময়দান, বেলা ২ টা থেকে

* আলহাজ্ব হজরত মাওঃ মুফতী আব্দুল কাইউম সাহেব, ডাইরেক্টর- জামিয়া বহমানীয়া * মাননীয় সুকৃতি রঞ্জন
বিশ্বাস, সাধারণ সম্পাদক- রিকিউজি এসোসিয়েশন * মাওঃ কামারুজ্জামান সাহেব, সম্পাদক- সারা বাংলা সংখ্যালঘু
যুব ফেডারেশন * মাননীয় তুসার মণ্ডল মহাশয়, শিক্ষক- ঢাকী কামক্বা মিশন * মাওঃ আব্দুল মাতিন সাহেব,
সম্পাদক- অল ইন্ডিয়া সূর্যাত অল জামায়াত * মাওঃ সহিদুল ইসলাম, সহ সম্পাদক - অল ইন্ডিয়া সূর্যাত অল
জামায়াত * মাননীয় জ্যোতিন দাস মহাশয়, বিশিষ্ট সমাজসেবী, কলকাতা * মাওঃ সফিকুল ইসলাম সাহাজী
সাহেব, সভাপতি- পশ্চিমবঙ্গ মজলস এডুকেশন বোর্ড * হাফেজ ক্বারী নোজাবলার হোসেন সাহেব, সদস্য- নাগরীবি
বাঙ্গাল আঞ্জামে অয়েজিন।

এ ছাড়া পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট সমাজসেবী উলামা হজরতগণ উপস্থিত থাকবেন।

অভ্যর্থনায়- হাফেজ ওলিউল্লাহ,

সভাপতি- A.I.S.J বাদুড়িয়া পূর্ব ব্লক

বিনীত, আহ্বায়ক- সহিদুল ইসলাম

সম্পাদক- A.I.S.J বাদুড়িয়া পূর্ব ব্লক

বঙ্গনুর কুইজ — ০৩

- ১। কোন বুদ্ধে মুহাম্মদ (সাঃ)-এর দৃষ্ট মোবারক শহীদ হয়?
- ২। ইজরত মুহাম্মদ (সাঃ) কতবার হজ্জ করেন?
- ৩। কুশাত জায়েম বাদশাহ ফিরআউনের আসল নাম কি?
- ৪। মৃত ব্যক্তিকে কবরে কোন কোন দেরেয়া প্রদান করেন?
- ৫। কোন দেশের রাজধানীকে শান্তির শহর বলা হয়?

উত্তর দিতে সরাসরি ফোন করুন ১০ ডিসেম্বর বুধবার ঠিক বিকাল ৩টা থেকে ৪টা পর্যন্ত। ফোন নং- ০৩২১৬ ৪৪২-০২২

সঠিক উত্তর দাতাদের মধ্যে প্রথম পাঁচজনের নাম ও ঠিকানা পরবর্তী সংখ্যায় ছাপা হবে।

গত সংখ্যায় কুইজের সঠিক উত্তর—

১। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, ২। হজরত আবুলকর সিদ্দিকী (রাঃ), ৩। হজরত ওমর ফারুক (রাঃ)/ হজরত ইউসুফ আঃ, ৪। আল খাওয়ার তামি ৫। ইমরান।

গতসংখ্যায় প্রথম পাঁচজন সঠিক উত্তর দাতার নাম ও ঠিকানা—

(১) আলমজউদ্দিন, বাঘদপুর, মেগধা, উঃ ২৪ পরগণা (২) নাসিম কলকাতা, সুলতানপুর, মিশাণী, উঃ ২৪ পরগণা (৩) ইসমাইল মোল্লা, উত্তর মেদীপুর, বদরগাট, উঃ ২৪ পরগণা (৪) মোহাম্মদ সাওলতুরগো, পানিতর, বদরগাট, উঃ ২৪ পরগণা (৫) মোঃ শরিফুল হাতি, শাড়সা মুন্সারপুর, রাজারহাট, কলিকাতা।

